

ঐনবিংশ পুরাণ



অমরভাষ্য-পর্ব ।

পুরাণ



ঐ পুরাণ-গীত-গাথা করিলে অবন,
ভবিষ্য-বিবরে হর শ্রবণ-দরশন ।
মাতৃ-হীন করে লাভ জননী ধরার,
সোদর-সহায়-হীন তাই বহু গার ।

হগলী ।

বুধোদয় যত্ন ।



কালীনাথ ভট্টাচার্য্য

মুদ্রিত ।



১লা টৈশাখ ১২৭৬ ।





সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমদ্বৈষ্ণব কৃষ্ণবৈষ্ণব চারিযুগ বর্তমান। তাঁহার প্রণীত অষ্টাদশ-পুরাণ, যাহার রচনা ভারতের যাবতীয় কবিকুলের অবলম্বন—যাহার কথাব্যতীত নূতন কথা কেহ কহিতে পারেন না—এবং যাহাতে বেদ স্মৃতি পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্র সকল এবং যুক্তাদি ও লোকযাত্রা বিধানাদি সর্ব-প্রকার বিদ্যা সংক্ষেপে ও সবিস্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিষয়ও সকলের বিদিত আছে। যিনি সেই মহাভারতের রচয়িতা—যাঁহার রচনাশক্তি লেখক চূড়ামণি গণপতির লেখনীকে বিশ্রাম-লাভ করিতে দেয় নাই, কেবল মহাভারত রচনাতেই কি সেই মৃত্যুঞ্জয় বেদব্যাসের অতুলকম্পনা শক্তি ক্রান্ত ও অক্ষয় জ্ঞানরাশি পর্য্যবসিত হইয়াছে?—

মহাভারতের রচনার পর ভগবানের রচিত কোন গ্রন্থাদি পৃথিবীতে প্রচারিত না থাকাতে অনেকের মনে ঐরূপ সন্দেহাত্মক প্রশ্নের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সর্বথা-মিথ্যা-সন্দেহ স্থায়ী হইবে কোথায়? ভগবান বেদব্যাস মহাভারতের পর কত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—গণদেব কতই বা লিখিয়াছেন,—ব্যাসকূটের মর্গ্যাববোধে তাঁহাকে কতই চিন্তা করিতে হইয়াছে, কেবল মাত্র প্রত্যক্ষদর্শন দ্বারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জানবগণ দেবানুগ্রহ-ব্যক্তিরেকে তাহা কিরূপে জ্ঞাত হইবেন?



মহর্ষির কত স্মৃতি-রচিত গ্রন্থ দেবর্ষি নারদ দেবলোকে, অমিত দেবল পিতৃলোকে, ও শুকদেব গন্ধর্বাদিলোকে গান করিয়া তত্রত্য লোকদিগের কথাসুশ্রবণ চরিতার্থ করিতেছেন। সম্প্রতি, ভগবানের ঊনবিংশ পুরাণের এই একখণ্ড ভুলোকে উপনীত হইয়াছে। ঊনবিংশ পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হওয়াতে মহর্ষির লোক-স্বজ্ঞতা ও দীনন্দয়ালুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।



জম্বুদ্বীপে মধুমান নামে একটী দেশ আছে। তত্রত্য জ্ঞানাস্করাজ্য হতরাষ্ট্র আপন জ্ঞানাস্কতা মোচন করিবার মাননে, যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবকুলকে পরিতুষ্ট করেন। হুপ্রসন্ন হরগণ তাঁহার অভীষ্টসাধনার্থ মহর্ষি বেদব্যাসকে অনুরোধ করিলেন।

তদনুসারে, সত্যবতী-তনয় সেই হরম্য দেশের অধিপতি অশ্ববজকে দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই পুরাণ পৃথিবীতে প্রকাশ করেন। হতরাষ্ট্রেরই অন্যান্যম অশ্ববজ। ঋষিরাজ, হতরাষ্ট্রের মন্ত্রী গৃহবংশোদ্ভব চিন্তাশীলের দ্বারা তাঁহাকে ইহা শুনাইবার মানসে, সেই মন্ত্রিবরেব জিহ্বাগ্রে ইহার বীজ রোপিত করিলেন। তদবধি এই পুরাণ চিন্তাশীলের মুখ হইতে গঙ্গাস্রবাপে বিনির্গত হইয়া অশ্বরাজ হতরাষ্ট্রের কর্ণ-পথে প্রবেশ-পূর্বক ক্রমশঃ তাঁহার দর্শন-শক্তি উৎপাদিত করিতে লাগিল।

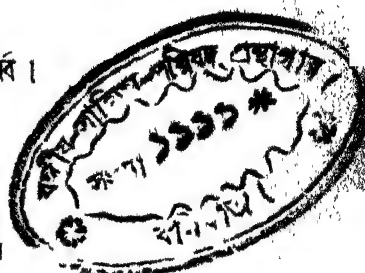


উনবিংশ পুরাণ ।

দুস্রাপা

স্বরস্বরাতান পর্ব ।

প্রথম অধ্যায় ।



অধিভারতীর বিপদ ।

“বিপদে পতিতা কৃষ্ণা, ছুট ছুর্যোধন
ছলে বলে করে বুঝি অভীর্ষ-সাধন ।”

(অষ্টাদশ পুর্বাণ)

এক দিন চিন্তাশীল সভাসীন হস্তরাষ্ট্র কে কহিলেন,
‘প্রভো ! অন্যকার নির্দিষ্ট-কার্য্য-সকল সমাপিত হইয়াছে;
অতএব আদেশ হইলে পূর্বের ন্যায় কোন রমণীর আখ্যা-
য়িকা কীর্ত্তন করি। অন্ধরাজ আদেশ করিলে চিন্তাশীল
কহিতে লাগিলেন,—

ভারত ভূমির উপরিস্থ নগর-প্রদেশে এক অতি
রমণীয় পুরী আছে। তাহা অধিকারতীর বাস-নগরী।
নগরীর নাম আৰ্য্যপুর। তাদৃশ অসম্ভব পুরী পৃথিবীর
কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না। নর-জীবন এবং শাস্ত্র-সম্পত্তি
তাহার সেই সম্ভবির কাষণ। পুরীর চারিদিকেই সুদৃঢ়
বপ্রাশ্রয়ী বিরাজমান আছে। আহা! তত্রত্য উদ্যান
কেন্দ্রস্থির হরিৎশোভা সকলেরই মনো হরণ করে।

কোন সময়ে দেবী অধিকারতীর গোচনীয় বৈধব্যদশা
সংঘটিত হয়—তাহার প্রাণাধিক তর্ভা ‘আৰ্য্য-স্বামী’,
স্বাধীনিক হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। স্বাধীনিক, স্ববনদিগের
অধিদৈত্য। তখন সেই দুরাচার, দেবীর রম্যপুরের ও
সন্তানগণের সান্তিস্বর দুর্বন্দ্র করিয়া রক্ত-রাজি লুণ্ঠন করিয়া
লয়। পরন্তু প্রকৃতিদেবী অধিকারতীর হরিদ্রাণ্ডারে
একপ সম্পত্তি নিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঐ সকল
ধমাপচরেও নগরীর বিশেষ অসম্ভবতা ঘটে নাই।

কিছুকাল পরে দেবীপুত্রেরা তাহাদের পিতৃ-হস্তা
স্বাধীনিকের সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। স্বাধীনিক
ক্রমে ব্যসন-নিমগ্ন হইয়া এমনই হীনবল হইয়াছিল যে,
এই ছেলেঝগড়াতেই তাহার নিশ্চয় বিনাশের সম্ভাবনা
দৃষ্ট হইল।

তাহার কিছু পূর্বাধি ‘সেন্টজর্জ’, ‘সেন্টডেনিস’
প্রভৃতি বাহ্য্য দেশাধিষ্ঠাতারা আপনাপন অনুচরদিগকে
আৰ্য্যপুরে পাঠাইয়াছিল। আৰ্য্যপুরের বায়ুকোণস্থ

নতোনেশ্বাসী নৈত্যিকিকে আয়ব্য, পার্থক্যিক, বা পবন-
 সত্ত্ব বলিয়া বর্ণনা করা যায়। উক্ত সেক্টেরা, প্রেমিত অনু-
 চরদিগের দ্বারা দেবীর রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য-সহ স্বামি-হীনতার
 বিষয় অবগত হইয়া বিধবা-বিবাহে তাঁহাকে লাভ
 করিতে মনম করিতে লাগিল। সেক্টের যেরূপ
 ক্ষমতাপন্ন তেমনি চতুর। আর্থ্যপূরে যাবনিকের সহিত
 দেবীপুত্রগণের যে ঝগড়া হইতে ছিল, তাহাতে তাহারা
 ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের সাহায্য অথবা বিপক্ষতা করণ দ্বারা
 আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে
 অগ্নে অগ্নে তথায় তাহাদিগের ক্ষমতা লক্ষিতে
 লাগিল। চতুর-চুড়ামণিদিগ এই মনে করিয়া একেবারে
 বল-পূর্বক ক্ষমতা-গ্রহণে ক্ষান্ত ছিল যে, তাহা
 করিতে গেলে অধি-ভারতীর সন্তানগণ ও যাবনিক
 তাহাদিগকে আপনাদিগের সাধারণ শত্রু বলিয়া বুঝিতে
 পারিবে, এবং তাহা হইলেই উক্ত পক্ষ মিলিত হইয়া
 সঙ্কট উপস্থিত করিবে। চতুরেরা এই রূপ পূর্বাগম
 বিবেচনা করিয়া চলাতে যদিও কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল বটে,
 কিন্তু তাহাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে বড় বিষ উপস্থিত
 হইতে পারিল না। সেক্টডেনিস্ কিছুকাল বিলম্ব কৃত-
 কার্য্য হইল। আর্থ্যপূরের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় সমুদায়
 অংশই তাহার ক্ষমতাধীন হইয়া গেল। কিন্তু তাহা
 চিরশত্রু দাশ্যাদ সেক্ট জর্জ কয়েক জন বলিষ্ঠ কৰ্ম্মাধ্যক্ষ
 দ্বারা, আর্থ্যপূরের পূর্বাঞ্চল, তাহাতে স্বর্ণদী দ্বিধারা

বাহিনী হইয়া নাগরস্থখী হইয়াছেন, তাহার সহিত ডেনিসের আয়ত্তীকৃত দক্ষিণ অঞ্চলও হস্তগত করিয়া ফেলিল। ইহাতে ডেনিস্ যে অবমানিত হইল, তাহা নির্দেশ করা বাহুল্য। সে আর্য্যপুরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ চেষ্টায় একবারেই কান্ত হইল।

এস্থলে সেন্টমেরের বীরত্ব, ব্যবহার, ও ধর্ম্মনীতির বিষয় কিছু নির্দেশ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে। বিধবা সতী পতি-বিরহে ও পুত্রগণের নিগ্রহ-দর্শনে সম্মুখে আকুলতা প্রকাশ করিয়া রোদন করিতেছে; তখন কোন্ ধর্ম্ম-সেবী বীরপুরুষ সতীর পুত্রগণের নিগ্রহকারীকে তাড়না না করিয়া কান্ত থাকিতে পারে? আর কোন্ বীরই বা তৎকালে তাঁহার প্রতি অসদৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতে ও কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিষয়াদি আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে পারে? ধার্ম্মিকম্মনা সেন্টমের এসকলের কিছুতেই কান্ত হন নাট।

যাহা হউক, সেন্টজর্জ আর্য্যপুরের প্রায় সমস্ত ভাগেই ক্রমশঃ কর্তৃত্ব-স্থাপন করিয়া উঠিল। আর পুত্রগণ-সহ অধিভারতী তাঁহার একান্ত আয়ত্ত হইয়া পড়িলেন। পরন্তু কমতালাতে জর্জ গর্বিত হইতে লাগিল—জর্জের কর্ম্মচারীরাও অহম্মিকাভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের কয়েকজন দেবীর পুত্রগণের গুরুত্ব অবমাননা করিতে, তাহারা ছেলেমানুষ হইয়াও কণ্ঠাতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু নগরীর পূর্ব, দক্ষিণ,

ও পশ্চিমবাসী দেবীপুত্রেরা এই ঋগড়ার লিঙ্গ হয়
নাই। ঋগড়ার প্রাবল্য-দর্শনে সেন্টজর্জের আরাধ্যপুত্র
কর্মচারিগণ অতিশয় শঙ্কিত হইল। তাহার প্রধান
প্রধান নগ্নী, লাঠিয়াল, ও পাইকেরা যখন মারা পড়িতে
লাগিল, তখন জর্জও অতিশয় ভীত হইল—পাছে
তাহার চিরসঞ্চিত আশায় বিফলতা সংঘটিত হয়।
দেবীপুত্রেরা শিষ্ট ও এক প্রকার মুখ, তাহাদের বি-
জ্ঞতা বা তাদৃশ শাস্তিময় গুণগ্রাম জন্মে নাই; হতরাং
তাহারা যে জর্জের হতভাগ্য কর্মচারিগণকে সপরিবারে
নিপীড়িত করিয়াছিল তজ্জন্য তাহাদের মুখতা-
ব্যতীত গুরুতর নিন্দা করা যাইতে পারে না।
কিন্তু ঋগড়া থামাইয়া জর্জের লাঠিয়ালেরা যে দেবীর
রম্যতর উপবন সকলের দারুণ ছুরবস্থা ও পুত্রগণের ভয়ু-
নক হত্যা কাণ্ড সাধিত করিয়াছিল, তাহাতে বিজ্ঞান্য
জর্জের অবশ্যই নিন্দা করিতে হয়।—কত শত পল্লীর
সমুদায় দেবীপুত্রগণ একেবারে নিহত হয়,—কত বৃক্ষবাটিকা
একেবারে বিধ্বংসিত হয়—এ সকল জর্জের হৃদয়
বৈরনির্ধাতন! যাহা হউক, ঋগড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়
নাই। তাহার পর জর্জ অধিভারতীর পুত্রগণের ছড়ি লাঠী
সমুদায় কাড়িয়া লইল, এবং চারি দিকের আট ঘাট বন্ধ
করিয়া আপনায় ক্ষমতা দৃঢ়তর করিল।

জর্জ বুদ্ধিমান ও সকল কার্যে হৃদক বটে, কিন্তু
দেবীর সম্মান-গণের ঠেকা লাঠী কাড়িয়া লওয়া তাহার

ভাল কাজ হয় নাই। এই কাঁচা ঘারা সে চিরকাল
তাহাদিগের অমিত্র হইয়া থাকিবে; কখন স্বজনতা লাভ
করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ ঠেলা লাঠী কাড়িয়া
রাখিলেই চিরকাল কপড়া খামিয়া থাকে না। কালে
অতি দুর্বলও সবল হইতে পারে।

নরনের অগোচর পরমাণু সমূহে বৃক্ষ, পর্বত, পৃথিব্যাদি
পৰ্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে; আর সময় ও অবস্থার হ্রস্বোগে
পরমাণুদিগের সংহতি ঘটাত আশ্চর্য্য নহে, বিপ্রকর্ষণের
স্থলে একবার যোগাকর্ষণ আনিয়া, উপস্থিত হইলেই হয়।
মহারাজ ! ঐ দেখুন অন্তলম্পর্শ বারিধির এক স্থানে রাশি
রাশি প্রবালকীট সমাগত হইয়া হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড
দীপের সৃষ্টি করিয়া তদ্বারা মকরকুণ্ডীরাদি ভীষণ যাদো-
গণের বিনাশ-সাধন করিল—আর তথায় সাগরের সম্পর্কও
দৃষ্ট হইতেছে না ! আবার ঐ দেখুন ! যে সূক্ষ্ম বালুকা
রাশি অতি অল্পমাত্র মারুত হিল্লোলে ভূপৃষ্ঠ হইতে
উত্থিত হইয়া দিগ্বিদিক গমন করিত সেই লঘুতম বালুকাই
সমুদ্র তলে পড়িয়া অগাধ জল রাশির চাপে পরস্পর
সম্মিলিত সংহত এবং প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া যাইতেছে !
—এই বলিয়া চিত্তাশীল কর্ত্বিনেন আখ্যায়িকার একভাগ
শেষ হইল, অতএব প্রভুর আদেশ হইলে অদ্য এই স্থলেই
বিরাম করি।” স্বতরাং তথাস্তু বলিয়া অনুমতি
করিলে সে দিন যথারীতি সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



পবন-সম্ভবদিগের বরসম্ভ্রা :



“ মিশ্রীড়িতা সীতা সতী অশোক কাননে;
উঁহার প্রণয়-আশা রাবণের মনে !
(অষ্টাদশ পুরাণ)

মল্লিবর দ্বিতীয় দিবস যথাপূর্ব সভাসীন স্বতরাষ্ট্রকে
কহিতে লাগিলেন,—

“দেব ! আর্য্যপুরের কলহ-শান্তি হইলে সেন্টজর্জ,
সেন্টডেনিস্, ও অপর একজন পবন-সম্ভব ‘সেন্ট নিকোলস্’
পৃথক পৃথক মনে করিল—এখন অধিতারতীর স্বামি-শোক
বহুদিনের হইল অতএব বিগত হইয়া থাকিবে; উঁহার
পুত্রগণের কলহাদি-জনিত উদ্বেগেরও শান্তি হইয়াছে; তিনি
শরীর ন্যায় অনন্ত যৌবনা—বয়স ঠিক পূর্বের মতই রহি-
য়াছে—শরীরের লাবণ্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই—
এমন অবস্থায় বিধবাবিবাহে উঁহার অসম্মত হওয়ার কোন
সম্ভাবনা নাই।

সেইটোও পূৰ্বাবধি স্থিৰ কৰিরাছিল, ‘আমিহে
দেবীকে হস্তগতই কৰিরাছি, তৰে আমাকে দেবীৰ
স্বামী বলিরা তিহিও অম্যান্য লোকে স্বীকাৰ কৰি-
লেই হইল’। তদনুসাৰে এই নিৰূপণৰ অবস্থাতেই
সে আপন উদ্দেশ্য সাধিত কৰিবার উদ্ভোগ কৰিতে
লাগিল, এবং দেবীৰ মন আকৰ্ষণার্থ বেশ ভূষা সমাধান
পূৰ্বক সিংহ বাহনে আকৃত হইয়া দেবীৰ প্ৰিয়বাস
মধ্য উপবনে ভ্ৰমণ কৰিতে গমন কৰিল। তথায়
তাহাৰ হস্তস্থ হস্তীৰ উজ্জ্বলতৰ শেল, শৰীৰোপরি
হৰণ কনক কবচ, ও মস্তক-পৰিহিত রত্ন-মুকুট চাৰি দিকে
বিতা-বিস্তাৰ কৰিতে লাগিল। জৰ্জৰ গ্ৰীবাদেশ নম্মুখ
হইতে পাৰ্শ্বের দিকে কিরান, তাহাতে লম্বুভাষিতা এবং
অন্যান্য প্ৰকাৰ মুখ-ভঙ্গীতে গাভীৰ্য ও অহঙ্কারিতা
স্পষ্ট প্ৰকাশিত হইতেছিল। তাহাৰ তনুচৰ সারমেয়ের
গভীৰ-নাদে সমস্ত প্ৰদেশে ভয়-সংকাৰ হইতে ছিল।

সেই ডেনিস্ পূৰ্বে একবার কতক কৃতকাৰ্য্য হইয়া
পরে বিফল-প্ৰযত্ন হয় বটে, কিন্তু হৰ্ষোগ দেখিতে ছিল;
কোন সময়ে দেবীৰ প্ৰণয়-সংকাৰণাৰ চেষ্টা কৰে। সেও
ইহাকে উপযুক্ত সময় বিবেচনা কৰিল। অনন্তৰ মস্তকে
মণিসম্মুকুট, গলদেশে শোভাস্পদ আৰক্ত সৰোজ-মালা,
শৰীৰে তড়িৎপ্ৰভ লৌহ-বৰ্ম পৰিধান কৰিল এবং দক্ষিণ
হস্তে হস্তীৰ শেল ও বাম হস্তোপরি স্বীয় প্ৰিয়-পাখী
শ্যেৰটীকে গ্ৰহণ কৰিল। তৎপরে উগল-বাহনে আয়ো-

হয় পূর্বক স্বাভাবিক-স্মিত মুখে বরাবরে আর্থ্যপুরের পূর্বদিকে আনিয়া উপস্থিত হইল। ইহঁদের স্বভাব, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার—দৃষ্টি কিছু কুটিল—প্রকৃতি কাগিনী-রঞ্জন তরলভায় পরিপূর্ণ—শরীরের হেলন দোলন ও সেই ভাবের ব্যঞ্জক—আর কথা বার্তায় রণপ্রিয়তা ও বহুভাষিতা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।

সেন্ট নিকোলস্ পূর্বে কখন আর্থ্যপুরে পদার্পণ করে নাই ও তেমন লোক জনও পাঠায় নাই বটে, কিন্তু অপরাপর পাবনিক লোকদিগের নিকট দেবী-মোহিনী যুক্তির বিষয় অবগত হইয়া আর্থ্যপুরে আনিতে এবং দেবীর প্রণয়-ভাজন ও বিষয়াধিকারী হইতে একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। সে দেবীর নৌন্দর্য্যের কথা কেবল প্রবণত করে নাই—তঁাহার হরিদঙ্গের লাবণ্য নিকোলনের নয়নেও অভিদীপিত হইয়াছিল।

অনেকে মনে করিতে পারেন, অভিভারতী বিধবা হইয়াছিলেন, সুতরাং তখন তঁাহার রূপ-লাবণ্য জ্ঞান হইয়া যাওয়া উচিত, তবে সেন্টনিকোলস্ প্রভৃতির। কিরূপে দেবীকে নৌন্দর্য্য-ময়ী দেখিতে লাগিল? গুরুতর শোক-সময়ে বাস্তবিকই নৌন্দর্য্য হানি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল কল্পনামূলক ব্যক্তির অন্তঃকরণই ক্লেশিত হয়, ও তিনিই সে হানি অনুভব করেন। কাম্ব-কেরা তাহা অনুভব করে না। হরণ-কালে কামপ্রিয়তার রূপ লাবণ্য কি ধাবণের নয়নে স্নানকর বোধ হইয়াছিল?

শেষ সময়ে হৃদয়ের হৃদয় কান্না চক্ষে বরং অধিকতরই
বোধ হয় ।

দেউনিকোলস্ অধিতারতীর রূপগুণাদিতে এরূপ
বিমোহিত হইয়াছিল - যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—
‘অন্ততঃ আৰ্য্যপুরে সংলগ্ন করিয়া বাটী নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক,
তাহাতে বাস করিয়া অধিতারতীর দর্শনে সুখী হইব ।’
নিকোলস্ দেবীর প্রতি এইরূপ আকৃষ্ট-মনা হইয়া তাঁহার
মন আকর্ষণার্থ উপযুক্ত সময় বুঝিয়া বরবেশে আৰ্য্য-
পুরে যাইবার সজ্জা করিতে লাগিল । তৃতীয় দৈত্যের
রূপাদি জর্জ ও ডেনিসের হইতে প্রায় সম্পূর্ণই ভিন্ন ।
ইহার শরীর, মুকুট, ও পশুচর্মময় কবচ সকলই লোমশঃ—
গৃধ্রবাহন, লম্বমান সুদীর্ঘ শাশ্রুরাজি, বিশালতর
উদর, প্রকাণ্ড-শরীর, ও বিস্তীর্ণ বদন-ব্যাস দর্শন করিলে
সহজেই মনে ভয় সঞ্চার হয় । তাহাতে আবার
দীর্ঘতর বহুদয় দুই পার্শ্বে গরুড়-পক্ষের ন্যায় বিস্তৃত,
ও দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড গদা আক্ষালিত হওয়াতে
বোধ হয়, যেন কৃতান্ত স্বয়ং দণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান রহি-
য়াছে । ইহার অনুচর শ্বেত-ভল্লুক পশুটীও সামান্য
ভীষণাকার নহে । ফলতঃ নিকোলসের বেশভূষা বাহনাদি
দর্শন করিলে, বালক ও রমণীগণের কথা দূরে থাকুক,
প্রৌঢ় পুরুষেরাও ভয়ে পলায়ন করে । নিকোলস্ এইরূপ
বেশে সজ্জিত হইয়া আৰ্য্যপুরের দিকে যাত্রা করিল, এবং
কিয়ৎকাল পরে পুরীর বামুকোণে আনিয়া উপনীত হইল ।

কলভঃ ক্রমে তিন জনেই যথাযোগ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইল। সেটেরা পূর্বেই স্থির করিয়াছিল, অধিতারতী বিধবা বিবাহে সম্মত হইয়া স্বয়ং বরণ করিতে পারেন। এখন তাহারা আৰ্য্যপুরের অবস্থা দেখিয়া তাহাকে স্বয়ম্বরপুর মনে করিল।

তাহারা কোকিল-কলহংসাদি বিহঙ্গকুলের কলরবকে স্বায়ম্বরিক সঙ্গীত, ময়ূরময়ূরীর নৃত্যকে রত্নালঙ্কার ভূষিত নটনঙ্গীর নৃত্য, সরোবরাদির তরঙ্গধ্বনি ও বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দকে বাদিত্রবাদন মনে করিল। পুষ্প-রেণুবাহী-মলয়ানিল তাহাদিগের নিকট আন্তর-গোলাপ-ময় স্নিগ্ধ-সমীরণ, বৃক্ষলতিকার কুহুমরাজি উৎসবীয় পুষ্পমালা, এবং বৃক্ষপল্লব সকল স্বায়ম্বরিক চূতপল্লব বলিয়া প্রতীয়মান হইল। গৈরিকরক্ত ও হরিৎপল্লবে সমাচ্ছন্ন সমুন্নত ভূখণ্ড সকল হরিদ্রঞ্জিত লোহিত আন্তরণে সমাবৃত বেদী বোধ হইল। এই সকলে দেবীর স্বায়ম্বরিকতাব পবনসম্ভবদিগের অন্তঃকরণে স্পৃহ প্রতীত হইয়া গেল। তাহারা এক্ষণে ক্রমে এক এক বেদীতে আরোহণ করিয়া দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দেউ জর্জ ডাবিল, 'ডেনিস্ ও নিকোলস্' আগার প্রতিযোগী—আমরা তিন জনে একমাত্র রত্নের প্রার্থ-
য়িতা—সেই রত্ন আবার গুণ দোষ, বিবেচনা করিয়া আমাদের অন্যতমকে আশ্রয় করিবে; এমন স্থলে প্রতি-
যোগী ডেনিস্ ও নিকোলস্ হীন গুণও কুবুজ হইলেই তো

স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা। কিন্তু প্রতিযোগিতার আশা অপেক্ষা যেমন কোন কোন বিষয়ে নিকট, তেমনি অন্যান্য বিষয়ে উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ ডেনিস্ তাহার নবীনা পানিগৃহীতী আল-জিরার প্রতি যে সদয় স্বামিধর্ম্য পালন করিতেছে তাহা, এবং নিকোলসের শারীরিক শৌর্য্য-বীৰ্য্য দেবীর মন আকর্ষণ বিষয়ে বিলক্ষণ কার্য্যকর হইবার সম্ভাবনা। শারীরিক শৌর্য্য ও পানিগৃহীতীর সুপালন রমনীগণের প্রণয় সঞ্চারণায় বিশেষ কার্য্য-সাধক হইয়া থাকে। এমনত স্থলে কোশল পূর্ব্বক ইহাদিগকে তাড়াইতে পারিলেই ভাল হয়। তখন একমাত্র গ্রাহকে গ্রহীতব্য অবশ্যই স্থলত হইয়া পড়িবে। জর্জ এই ভাবিয়া সেন্টনিকোলস্ ও সেন্টডেনিসের নিকটতর হইয়া বসিল এবং সন্তোষাচিত পরস্পর নমস্কারাদি সম্পন্ন হইলে জিজ্ঞাসা করিল,—

“তবে, এখানে কি মনে করিয়া মহাশয়দিগেব আগমন?”

নিকোলস্ ও ডেনিস্ উত্তর করিল—“আপনি যাহা মনে করিয়া।”

জর্জ। “আমি যাহা মনে করিয়া, মহাশয়দিগের তাহা মনে করিয়া আসা কি রূপে?—আমি তো পত্নী অধি-ভারতীর বিষয়াদি রক্ষার্থ তাঁহার ভবনে আনিয়াছি।

ডেনিস্ ও নিকোলস্।—“অধিতারতী তো সম্বরণে মহাশয়ের ভাবি-পত্নী?—তাহা হইলেই হইল।”

জর্জ।—‘কি বলিলেন ?—অধিতারতী আমার ভাবি-
পত্নী ? আমি শতাধিক বৎসর তাঁহার পানি-গ্রহণ করি-
য়াছি; তিনি আমার ভাবিপত্নী ! কি আশ্চর্য্য কথা !’

ডেনিস্।—‘না, এমন আশ্চর্য্য নয় । পানি গ্রহণতো
মনে মনে ! তাহা হইলে আমি আগে ।’

জর্জ।—‘মনে করার কথা নয় । আমি বহুকাল তাঁহার
প্রানিগ্রহণ করিয়াছি, এবং ঐ হৃদীর্ঘকাল অধিতারতীকে
স্বামি ধর্মে সুপালিত করিয়া আনিতেছি, তাহা কাহারও
অবিদিত নাই ।

নিকোলস্।—‘আপনি অধিতারতীর স্বামী বা দেও-
য়ান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হউন, সে তর্কটা থাক । সস্ত্রুতি জি-
জ্ঞাস্য এই, ভারতীর প্রতি আপনকার স্বামি ধর্মের সুপা-
লন তো আপনার অন্যান্য পত্নী ‘আইরিয়া’, ‘নিউ
জিলিয়া’ এবং ‘প্রাচীনঅমিরার’ মত ? উহাঁ-
দের প্রতি আপনার যে স্বামিধর্ম, তাহা নিপীড়নে
ক্রমশঃ জর্জরীকরণ বা একেবারে সাক্ষাৎ বিনাশন ।
অধিতারতীর প্রতি ইহার কোন্টা ?’

জর্জ।—‘আপনার নিজের যেকুপ স্বামিধর্ম, তাহাতে
ওকুপ বলা আশ্চর্য্য নহে । ক্ষীণজীবিনী ‘পোলাণ্ডিয়ার’
কি দূরবস্থাই করিয়াছেন—তাঁহার সন্তানগণ স্নেহময় মাতৃ-
দর্শন হইতে ও অন্তরীকৃত হইয়াছে । আপননিউ তো
আর কয়েক জনকে লইয়া তাঁহার বৈধব্য সংঘটন করেন ।’

নিকোলস্।—‘প্রগল্ভা বিদ্রোহ-কারিণীর শাসন অ-

ন্যায় নহে। আমি যদিও পোলাগুয়ার কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত
শাসনকরিয়াছি, তথাপি মহাশয়ের আমিরার মত নয়।
আমিরার দোষ এই যে, তাঁহার সম্মানেরা দুর্বল ও
মুখ্য, এবং নগরী সকল প্রকৃতি প্রসাধিকা দ্বারা রত্ন
রাজিতে বিভূষিত ও ধনপতি কুবের দ্বারা সমৃদ্ধীকৃত।
নিউজিলিয়াও তদ্রূপ অপরাধিনী। আইরিশার দুর্বল-
তাই তাঁহার গুরুতর অপরাধ।

জর্জ।—‘সহজাস্থদৃশঃ স্বদুর্গমে, পরদোষেক্ষণদিব্য-
চক্ষুঃ’—আপনি যে ‘সিথিয়া’ দানবীকে বলাৎকারে
গ্রহণ করিলেন, সে কেমন সংকার্য। তাঁহার বিষয়ে
আমি-ধর্মের চমৎকার পালন হইতেছে।’

নিকোলস্। ‘আমি তাঁহার স্বামী হইয়াছি, আপনাকে
কে বলিল? আমি তাঁহার সম্মানগণের বান্ধবোচিত
উন্নতি-চেষ্টা করিতেছি, সেই চেষ্টা সংসাধনার্থ কাজেই
কিছু কিছু আমি-ভাব ধারণ এবং ব্যয় নির্বাহার্থ
অর্থাদিও গ্রহণ করিতে হইতেছে। উপদেশেই হউক
আর ক্ষমতা প্রয়োগেই হউক, মুখ্যদিগের হুশিকা-বিধান
করা ক্ষমতামূলী মহাত্মাদিগের কর্তব্য কর্ম।’

জর্জ।—‘তাতে বটেই,—আপনি কোন ক্রমে হাঁড়ি
ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা অমনি ভাঙ্গার খোলা হইয়া
উঠে; অগ্রে ভাঙ্গিলে কিন্তু, হাঁড়িটা নষ্ট হইয়া যায়।
স্বীয় নির্দোষতা প্রতিপাদন সময়ে লোকের বাক্-বৈদগ্ধ্যী
কতই বুদ্ধি পায়! প্রকল্প করিয়া বলিলে আমার মুখও
কেহ চাপিয়া রাখিতে পারে না।’

নিকোলস্—‘পারে না বটে, কিন্তু আপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের কথায় লোকে কিছু টীকা কাটে । তাহারাই কহে, আপনায় ক্ষমতা প্রয়োগ, একেবারে মারিয়া ফেলিয়া ভাল করা । আপনিও এই টুকু ভিন্ন করিয়া আমার মত কহিতে পারেন । ইচ্ছা হয়, সমান করিয়াই বলুন ।’

জর্জ—‘মারিয়া ফেলিতেই আমার ক্ষমতা-প্রয়োগ কোথায় দেখিলেন ? আপন দোষে মরিলে কে বাঁচাইতে পারে ?’

নিকোলস্—‘সর্বত্রই দেখিতেছি ; কেবল যেখানে ঘটিয়া উঠে না, সেই স্থানটাই বাদ । নিউজিলিয়া প্রভৃতির কথা এই মাত্রই না বলিলাম ?—আর আপন দোষে মরিতে গেলে, কর্তৃপক্ষ, বোধ হয়, বাঁচাইতে পারেন ।’

জর্জ—‘এসকল অন্যায় তর্ক । ভাল, সেন্ট ডেনিসই বা কিরূপে আমার ভর্তৃ-ধর্মের নিন্দা করিলেন ? যাহার আপনার গাত্রে ক্ষত থাকে, সে অন্যের গাত্রে ক্ষত সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা ; আজি সেই সিদ্ধবাক্যের একটী ব্যাভিচার-স্থল প্রাপ্ত হওয়া গেল । বাঁহার আপনার ঘর অসামান্য, ধর্মপত্নী মধ্যে মধ্যে তুল্য বিবাদ উত্থাপিত করেন—যে বিবাদে একবারে চতুঃপার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী সকল কম্পমান ও ব্যতিব্যস্ত হয় ; তিনিই পরকীয় স্বান্নি-ধর্ম নিন্দা করিতে শতানন ;—

স্বপ্নত বটে। উহঁার নবপত্নী আল্জিরাও সামান্য
বিবাদ করেন নাই! পত্নী-দ্রোহ সংস্কারমিতার ফল,
অদ্য শিখিলাম।’

ডেনিস্—‘আমি আপনাকে সংস্কারমী বলিয়া নির্দেশ
করি নাই। সে কথাটা না হয় যাউক। আপনিই
‘সহজাঙ্গদূষণ’ বলিয়া কি বলিলেন না? মহাশয়ের
আইরিয়া তো কুশাসন কাহাকে বলে, জানেন না!
স্বামি-সহ কখন ঝগড়াও করেন নাই!—পতির হাত
হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কয়েকবার আমার নিকট
সাহায্য প্রার্থনাও করেন নাই!।—কিন্তু বোধ হয়, এটা
মনে আছে যে, আমি সাহায্য করিতে যাইবায় সমুদায়
আয়োজনও কয়েকবার করিয়াছিলাম, মহাশয় সেই
সময়ে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। নিউজিলিয়াও সুপা-
লিত হওয়ার বড় পরিচয় দিতেছেন! কেবল প্রাচীন
আমিরাই বিশেষ করিয়া পরিচয় দেন নাই!—দিবেনই
বা কি করিয়া?—বাঁচিলে তো?—আর জীবিত
অবস্থাতেই বা কেমন করিয়া দেন?—তুর্দাঙ্গশা-
দ্দুলের গৃহীতা ক্ষীণ-প্রাণ কুরঙ্গী স্বামি-বিরুদ্ধে
কি অকোত্তোলন করিতে পারে? আমার বিরুদ্ধে
মহিষী ও আল্জিরা যে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছি-
লেন, তাহা আমার অসংস্কারমিতার তত পরিচায়ক
নহে। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের বিবাদটা মধ্যে মধ্যে
ঘটিয়াই থাকে। আল্জিরার বিবাদের শেষফল দেখিয়া

সুস্বদশীরা অবশ্যই বুঝিয়াছেন, তিনি সুপালিতা হইতে ছিলেন কি না। সুপালিতা না হইয়া যদি ক্ষীণতম হইতেন, তবে সেই ঝগড়ার পর অক্ষতশরীরে জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। ও দিকে ঝগড়া করিয়া আপনাদের নিউজিলিয়াকে দেহ-লীলা সম্বরণ করিতে হইতেছে— ইহাতে তাঁহার জর্জরীভূত হওয়াই সপ্রমাণ হয়, জর্জরীভাব কুপালনেরই ফল, আপনিও স্বীকার করিবেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, তিনি পিপীলিকা হইয়া যে স্বামী মুগরাঞ্জের সহিত বিবাদ করিতে সাহস করিয়াছেন, তাহা কেবল নিপীড়নের চরম সীমায় মরা কামড়ানি মাত্র।

সেন্ট জর্জ, নিকোলস্ ও ডেনিস্ উভয়কে তাড়াইবার উদ্যোগ করাতে, সমান শত্রুতায় তাহাদের দুই জনের পরস্পর সপক্ষতা ঘটিয়া উঠিল। তদনুসারে সেন্ট-নিকোলস্ ডেনিসের পক্ষে জর্জকে কহিতে লাগিল।

‘ডেনিসের পূর্বতন স্বামিধর্ম যদিও নিন্দনীয় ছিল বটে, তথাপি তজ্জন্য ইহার বর্তমান গুণগ্রামের নিন্দা করা ন্যায্য হয় না। রসাল-ফল অপক্কাবস্থায় বিষম অম্ল থাকে, তাহা বলিয়া কি তাহার পক্কদশার মধুরতার নিন্দা করা যাইতে পারে? কাহারও দোষগুণের বিচার করিতে হইলে তাহার পূর্বতন ভাব পরিত্যাগ করিয়া বর্তমানভাব ধরিয়াই বিচার করা উচিত। দেখ, ডেনিসের বর্তমান স্বামিধর্ম সর্বত্রই প্রশংসিত ও তিনি

প্রধান স্বামি-ধর্মজ্ঞ বলিয়া উদ্দেশ্যসাধনা হইতেছে। তাঁহার পরিবারেরা পরম স্বখে উন্নতি পথে গমন করিতেছে। এদিকে মহাশয়ের ভর্তৃধর্মের বশঃ নবআমিরার পুত্রগণ অনেক দিন হইল, গাইয়া রাখিয়াছে। পিতার এমনি শুণ যে, তাঁহার সুশিক্ষিত সন্তানেরা তাঁহাকে দূরীকৃত করিয়া দিল, এবং চিরকালের জন্য তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া রহিল !”

নিকোলস্ যে নবআমিরার কথা कहিলেন, তিনি প্রাচীন আমিরার অনুজা সহোদরা। যাহা হউক, জর্জ নিকোলসের কথায় উত্তর করিলেন :—

‘এরূপ ঘটনা কি সন্তানের দোষে হইতে পারে না ? কত কুসন্তান বিনা দোষে পিতাকে ষ্মাতনা দিয়া তাড়াইয়া দেয় !’

নিকোলস্।—‘কোথাও কোথাও দেয় বটে, কিন্তু এখানে যে পিতারই দোষ, তাহা জগদ্বিখ্যাত। বিশেষতঃ এখানকার সন্তানেরা সুশিক্ষিত, তাহারা কি আর সামান্য দোষে পিতাকে তাড়াইয়া দিল। অধিকন্তু মূর্থতা দি দোষ বশতঃ সন্তানেরা পিতাকে, যে তাড়াইয়া দেয়, সে স্থলেও প্রতিপালক পিতারই দোষ স্বীকার করিতে হয়।’

সেন্ট জর্জ নিকোলসের প্রত্যুত্তরে হারি বোধ করিয়া রাগিয়া উঠিল। তখন হুতরাং অন্যায় উত্তরও করিতে লাগিল, সে कहিল—

‘ধান ভানিতে শিবের গীত !—কোথায় স্বামি-
ধর্মের কথা, কোথায় পিতাপুত্রের বিরোধ ! আচ্ছা,
নিজের বিষয়ে কিছু বলুন দেখি, পরিবারস্থ দুর্বল
সন্তানগণকে বলিষ্ঠদিগের দাস করিয়া রাখা কিরূপ
ন্যায্য-ব্যবহার ?’

নিকোলস্—‘এখানে তো পিতাপুত্রের বিরোধেরই
কথা হইতেছিল, হুতরাং পিতাপুত্রের বিরোধের কথা
বলা আমার গুরুতর অসঙ্গত নির্দেশনা হইয়াছে।
ষাউক, তাহাতে আর কাজ নাই। আমার দুর্বল সন্তান-
গণ যে বলিষ্ঠদিগের দাস, তাহা এখন তো আর নাই;
হুতরাং এখন আমি আর তদ্বিষয়ে নিন্দনীয়ও নহি;
হুসাধু ডেনিসের কথাতেই ইহা একরূপ বলা গিয়াছে।
এ বিষয়ে একবার নিজের দিকেও দেখা উচিত, নি-
জের দুর্বল সন্তানগণের একটা কুঁড়ে ঘরও নাই। তাহারা
সকলেই মজুর বিশেষ, বলিষ্ঠেরা তাহাদিগের এক প্র-
কার রাজা। হুতরাং আমারই দোষটা বেশী হইতেছে,
যেহেতু আমার দোষ বিগত ও মহাশয়ের বর্তমান !

পুনঃ পুনঃ হারিবোধ হওয়াতে জর্জের যে অপনার
ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা মনে হইল। তখন সে তর্ক
সময়ের রাগ বেশী হারির কারণ বুঝিয়া স্বীয়-গাস্তীর্ঘ্য
গুণে তাহার দমন করিয়া ফেলিল। পরে কহিল,—

‘আচ্ছা, আপনি যে ডেনিসের পক্ষে এত তর্ক-
বিতর্ক করিলেন, বলুন দেখি,—তাহার অনামীয়া ও
মেক্সিকীয়া গ্রহণের চেষ্টা কেমন ন্যায্য ?’

নিকোলস্—‘যদি অনামীয়া গৃহীতা হইয়া আল্-জিন্নার মত পরিপালিতা হন, তবে মন্দ কি? আর মেক্সিকীয়া গ্রহণের চেষ্টা অন্যায়া বলিয়া ডেনিস্ আপনিও স্বীকার করেন। তথায় যেমন কর্ম তেমনি ফলও পাইয়াছেন।’

চিন্তাশীল এই পর্য্যন্ত বলিয়া হঠাৎ নভোমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করত ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিলেন। তাঁহার আরক্ত ফুল্ল গণ্ডদেশ এবং কম্পিত ওষ্ঠাধর ও অন্যান্য মুখাবয়বে অনুভব হইল যেন কোন অভূতপূর্ব ভয়ানক ব্যাপার তাঁহার নয়ন গোচর হইতেছে। ক্ষণকাল এই ভাবে থাকিয়া তিনি কহিলেন মহারাজ দেখুন! দৈত্যদিগের শরীরে কি ভয়ানক ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে—আর সে বর, বেস নাই—সকলেই নক্রোধ প্রকৃত মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। নিকোলস্ দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিনপদ দ্বারা বৃদ্ধা পোলাণ্ডিয়ার গলদেশ আক্রমণ করিয়াছে, বাম হস্তে মধ্যবয়স্কা সিথিয়ার কেশাকর্ষণ করিতেছে, এবং রুধিরসিক্ত ভীষণ গদা আশ্ফালন করিয়া পুনঃ২ তাহার প্রতি নির্দয় প্রহার করিতেছে। ডেনিস্ বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা আপন ধর্ম-পত্নীর বক্ষঃস্থল বার বার বিদারণ করিতেছে, কিন্তু মুখে বলিতেছে তাহার গাত্রে স্নান্নিক অগুরুচন্দন বিলেপন করিতেছে—আয়স-শৃঙ্খলে পত্নীর হাত পা বাঁধিতেছে, কিন্তু কথায় বলিতেছে তাহাকে অলঙ্কার পরাইতেছে।

সহধর্মিনীর এমনি মুখ চাপিয়া রাখিয়াছে যে তাঁহার একটী কথা কহিবারও যো নাই। জর্জ আপন চতুর্দ্দিগবর্ত্তিনী অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা অবলাগণকে যোদনোন্মুখী দেখিলেই সক্রোধ দৃষ্টি সহকারে তাহাদিগের ক্রন্দনবারি নিবারণ করিয়া দিতেছে। জর্জের এরূপ প্রতাপ যে জীর্ণ বস্ত্রালঙ্কারভোজ্য শূন্য হইয়াও তাহার গুণগান না করিলে সে বিরক্ত হয়। মহারাজ ! দেখুন—দেখুন—এই মাত্র 'সে ঐ কৃষ্ণবর্ণা হাবিসানারী বালিকাটির বৈধব্য সাধন করিল—এখনও তাহার শেল বহিয়া কবোক্ষ রুধিরধারা পতিত হইতেছে—কিন্তু হাবিনাকেও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইতেছে।—মহারাজ ! এরূপ নৃশংসতা আর দেখিতে পারা যায় না। অদ্য এই স্থলেই বিশ্রাম হউক।



তৃতীয় অধ্যায়।



অধিভারতীর ভাবান্তর।



কালান্তক বমরাজ দাঁড়াইরে দুর্জয়
সম্মখে সাবিত্রী সতী নাহি কোন ভয়।
(অষ্টাদশপর্ক।)



পরদিন চিন্তাশীল কহিতে লাগিলেন। মহারাজ ! মায়া
অনুপদার্থ কদাপি চিরকাল একভাবে স্থায়ী হইতে পারে
না। মায়াবী দৈত্যেরা যে প্রকার বরবেন করিয়া
আসিয়াছিল তাহা পরম্পর নিন্দাবাদ জনিত ক্রোধের
উদ্দীপন হওয়াতেই একবার বিনষ্ট হইয়া যায়।

এ দিকে মধ্যোপবনে ব্রহ্ম-চারিণী অধিভারতী বৈধ-
ব্যোচিত আত্মিক পূজাবিধির উপযুক্ত পুষ্পাদি সংগ্রহ
করিতে করিতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া অন্তরাল হইতে
সেন্টদিগের তর্ক-বিতর্ক কথোপকথন শ্রবণ এবং তাহা-
দিগের ভীষণ কুৎসিত মূর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন।

তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় এবং মূর্ত্তি দর্শনে দেবীর মনঃ শোক ক্ষোভ এবং ভয়ে একান্ত আকুল হইয়াছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সেই ব্রহ্ম-চারিণী বেশেই দৈত্যদিগের সম্মুখীনা হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহার আন্তরিক প্রসিদ্ধ কোমল-তায় হঠাৎ তেজস্বিতা ভস্মোদ্ভেদী অনল-সদৃশ প্রতিভাত হইল। ও দিকে সেটেরা তাঁহার হস্তস্থ কুহুম-মালাকে বরমালা বলিয়া স্থির করিয়া লইল। তাহারা দেবীকে দেখিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শ্রুত ও বিকৃত-নিবেশ বসনাদি যথাযোগ্য বিন্যাস-করত পুনর্ব্বার ছদ্মভাব পরিগ্রহ পূর্ব্বক মাল্য-দানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তন্মধ্যে সেন্ট জর্জ আশঙ্কা করিল, পাছে ডেনিস্ ও নিকোলসের গলদেশে কমনীয় বরমালিকায় স্পর্শোত্তিত হয়। চতুর-প্রবর এই মনে করিয়া মানসিক ভাব গোপন-পূর্ব্বক, দেবীকে একেবারে ত্রীভাবে সম্ভাষণ করা স্থির করিয়া কহিল,—

‘প্রিয়ে! মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, এখনও পুষ্পাহরণে ব্যাপৃত! কুহুম-প্রিয়তা এমনি প্রবল যে, আহারাঙ্গি সমুদায় ভুলিয়া গিয়াছেন। অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করুন।’

ক্ষীণ-কলেবরা ব্রহ্ম-চারিণী অন্তর্গত ভয় ও চিন্তাসহ কহিতে লাগিলেন—‘এআবার কি!—পরিণেতার সম্বোধন কাহার প্রতি হইল?’

জর্জ।—‘প্রিয়ে! লজ্জার বিষয় কি? ইহঁয়া আ-

মার পরম আত্মীর এবং আমাদের পরিণয়ের বিষয়ও
সবিশেষ পরিজ্ঞাত আছেন। বিধবা-বিবাহের জন্য
আপনকার লজ্জা বোধ হইতেছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়
দৈত্য দেশ সকলে তাহা লজ্জার বিষয় নহে। বাহাহউক,
আপনি অন্তর্বাটিকায় গমন করুন, সূর্য্যদেব মধ্যাকাশ
উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এই সকল চাতুৰ্য্যমিশ্র গালি-কথাবলী সতীর পক্ষে
যদিও ব্রহ্মাঘাত-সদৃশ, কিন্তু দেবীর অপূৰ্ব্ণ ভাবান্তর
হওয়াতে তিনি আকুলতা প্রকাশ না করিয়াই উত্তর
করিতে লাগিলেন :—

‘ধিক্! ভোমরা আপনাদিগকে কৃষ্ণশিষ্য ও পরম-
ধার্মিক বলিয়া ঘোষণা কর; আমাকে ও পাপ-সম্বোধন
কারী মৰ্ম্মান্তিক যাতনা দিও না। এতদিন যদিও স্বামি-
রূপ রক্তোত্তম স্পর্শ-মণি হারা হইয়া আছি, কিন্তু তৎ-
সংস্পর্শে সন্তানরূপ যে অপার হৃশোভন হৃদয়-নন্দন
রক্ত-সকল লাভ করিয়াছি, তৎসমুদায়ের দর্শনে ও
সংস্পর্শবেষ্টিত, সেই জগদ্দুর্লভ স্পর্শমণির শোক এক-
প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। তুমি আমার সেই
বিষ্মৃতজ্ঞান শোকানল অদ্য ইন্ধন-দানে প্রজ্বালিত ক-
রিলে। ঈশ্বরই পতিহীন শিশুপুত্রাদিগের রক্ষিতা ও তাহা-
দিগের নিপীড়কগণের শাস্তা। বাহারা পতি ব্যতীত
পুরুষাঙ্গের কথোপকথনকেও মূঢ় ও পাপজনক বিবে-
চনা করে, তাহাদিগের প্রতি নিদারুণ পুনর্জুঁ অপবাদ!

সত্যই যে দেশের রমণী-কুলের। স্বদেশ-মধ্যে নিরুপম রমণীয় ভূষণ বলিয়া ধারণ করে না, বিধবা-বিবাহ সেই দেশেই লজ্জাকর নহে। পাপ কথার অধিক আন্দোলন করাই অন্যায়।’


এই বলিয়া দেবী একবার খামিলেন; সেন্ট ডেমিল ও নিকোলস্ দেবীর ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া দেবী ও জর্জের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে লাগিলেন।


জর্জ।—‘পুনর্ভূঁ পুনর্ভূঁ অপবাদ কি রূপ? আমি এতকাল স্বামি-ধর্মে সন্তানগণের সহিত তোমাকে প্রতিপালন ও তোমার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছি, আজি আমাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতেছ না?’

অধিভারতী।—‘আমার অবোধ সন্তানেরা যাবনিকের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তোমার সাহায্য গ্রহণ করে। তোমাকে বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষবৎ দেখিয়া ক্রমে আমার দেওয়ানি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। তুমি যে ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া কাল হইয়া বাহির হইবে, তাহা আমার পুত্রগণ বুঝিতে পারে নাই। পৃথিবীর সকলেই বলিবে, তুমি আমার দেওয়ান ও আমার পুত্রগণের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মাত্র; একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়া থাক। মনে ভাবিয়া দেখ, তুমি কি রূপে আর্ঘ্যপুত্রের দেওয়ান হইয়াছ; এই বলিয়া তুমি কি কয়েকভাগের দেওয়ানী বা অধ্যক্ষতা লওনাই যে,—

‘অল্পক স্থানের বর্তমান পল্লী-পালক পল্লীর কেবল
অমঙ্গল করিতেছেন, অধ্যাকতার উপযুক্ত তত্ত্বাবধান
তাঁহার কিছুই নাই :—এদিকে উত্তর আমাদিগকে স্থপালন
কার্যে সক্ষম করিয়াছেন, অতএব বর্তমান পল্লীপালকের
হস্ত হইতে অধিকার লইয়া তাহার স্থপালন করা আমা-
দিগের কর্তব্য।’ বস্তুতঃ দেওয়ানী ব্যতীত তোমার
পরিণয় ব্যাপারের কোন নাম গন্ধও নাই। তুমি যে
বলিলে আমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহাই দেখ
দেখি :—

বলিতে পার, নগরীর শস্ত্রক্ষেত্র সকলের উন্নতি-লাভ
করিয়াছ, অনেক বনজঙ্গল শাক করাইয়া তাহাতে অর্থকর
কৃষিব্যাপার সম্পন্ন করাইতেছ; একথা আমিও অস্বী-
কার করি না। কিন্তু তোমার আমলে বাহাদুরের
কাগজক্লেষে যে সকল অতিরিক্ত কৃষিকার্য দ্রব্য উৎপাদিত
হইতেছে, সে সমুদায় কি আমার সম্মানেরা ভোগ করিতে
পাইতেছে?—না, তাহাদিগকে ছুলাইয়া তোমার নিজের
পরিবারেরা লইয়া ভোগ করিতেছে? যদি আমার
বাহারাই তাহা ভোগ করিতে পাইত, তাহা হইলে
মুর্তিমধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে দারুণ সমদণ্ডে পীড়া
দিতে পারিত না। বলিবে ঐ অতিরিক্ত শস্ত্রভাগের
পরিবারে তোমার পরিবারেরা কত শিপিলাত ও কত
অর্থ-প্রদান করিতেছে! তাহা সত্য বটে; কিন্তু সে

শুয়ার ছুরি কাঁচি, এবং ডালোর মধ্যে শুতার কাপড় বৈতো নয়? তুমি  আনাইয়া দিতেছ, অমনি আমার পুত্রগণের প্রস্তুত বস্ত্র ন্যূনতর হইয়া বাইতেছে, তাহার। ক্রমে বস্ত্রবয়ন ভুলিতেও আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমার পরিবারের। শস্ত্র লইয়া যে অর্থপ্রদান করিতেছ, তাহার কতক তোমার অত্রত্য কর্মচারীরা বেতনস্বরূপে তোমার স্বপূরে লইয়া বাইতেছে; আর ভবিষ্যতে এখানকার কর্ম করিতে পারে, এই বলিয়া তোমার বাটীর কতকগুলি কর্মচারীকে বেতন দিবার জন্য অবশিষ্ট মবলগ টাকা বাটী পাঠাইতেছে।

মনে কর, তুমি একটা খনিতে প্রতাহ কিছু সময় স্বর্ণ উত্তোলন করিতে, এবং অবশিষ্ট সময় গৃহকার্যে যাপন করিতে। পরে  ব্যক্তি আনিয়া কৌশল পূর্বক তোমার গৃহকার্যের ভার লইয়া তোমাকে দিবা রাত্র কেবল স্বর্ণ খনিতেই খাটাইতে লাগিল। দিবা রাত্র উত্তোলন করাতে তুমি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বর্ণও পাইতে লাগিলে। কিন্তু সেই আগন্তুক অর্থ-বিনিময়ে তোমার ঐ অতিরিক্ত স্বর্ণ ক্রয় এবং পরে নানা কৌশলে সেই অর্থও গ্রহণ করিয়া স্বপূহে লইয়া বাইতে লাগিল। বুল দেখি, ঐ আগন্তুক তোমার কত উপকারী? তুমি তাহার নিকট তজ্জন্য কত-

দূৰ কৃতজ্ঞ হইতে পার ? গৃহকাৰ্য্য নিৰ্বাহের শ্রীতিনীতি ক্রমে ভুলিয়া গিয়া, হুতরাং তৎকাৰ্য্যে অক্ষম হইয়া আগন্তুকের একান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে। কৃষি-বিষয়ে তুমি ঐ আগন্তুকের ন্যায় আমার উপকারী। আমার সম্ভানেরা তোমাকর্তৃক ক্রমশঃ কৃষিকার্য্যেই প্রবর্তিত হইয়া শিপাদি কাৰ্য্যে অপটু হইয়া যাইতেছে। অথচ পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক বিষয়ও ভোগ করিতে পাইতেছে না।

তোমার আমলের বাণিজ্যব্যাপারও আমার সম্ভান-গণের মঙ্গলজনক বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। পূৰ্বে পূৰ্বে এখানকার পণ্য দ্রব্যের যেরূপ আমদানী রপ্তানি হইত, তাহাতে এখানে বেশী পরিমাণে অর্থ প্রবেশ করিত। এখন আমদানী পূৰ্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়া উঠিয়াছে,—হুতরাং তাহাদের মূল্যরূপে অর্থও বহুগুণে বাহির হইয়া তোমার শত পরিবারের সৌভাগ্য-সাধন করিতেছে—আর এখন রপ্তানী বহুগুণে কমিয়াছে, হুতরাং এদেশে ধনপ্রবেশ ন্যূনতর হওয়াতে এই পুরীও ক্রমেঃ অন্তঃসায় পরিণত হইয়া বৎসগণের ভাবী অমঙ্গলের আধার হইয়া রহিতেছে।

ঠুনকো কাচের বাসন আসিতেছে, যাহাতে জীবন রক্ষার কোন সাহায্য হয় না, আর চাউল বাহির হইয়া যাইতেছে, যাহা নরের সাক্ষাৎ জীবনঃ—লোকে কথায় বলে—‘ধান্য-ধনাৎ নচ অন্যধনং’। আমার আবেদন

পুঞ্জের খাবার চাউল বাহির করিয়া দিয়া শাকপাত ভূনা খাইয়া ক্ষীণজীবী ও মধ্য মধ্য দুর্ভিক্ষের হস্তে বন্দনে নিপীড়িত হইতেছে। তাহারা চলে মানুষ, তাহাদেরই বা কি দোষ দিব? তোমার যে চকচকে নানা রকম নকশা-কাটা জিনিস পত্র, তাহাতে বিজ্ঞ প্রৌঢ়দিগেরও উপবাস করিয়া ঐ সকল কিনিতে ইচ্ছা হয়।

জর্জ।—‘আচ্ছা, বিচার, শান্তি-রক্ষা, শিক্ষাদান এ সকল বিষয়ে যে কোন কথাই তুলিতেছ না? সামান্য কথা ধরিয়াই গল গল করিয়া বকিয়া যাইতেছ।’

অধি।—‘বড় সামান্য কথা লইয়া বকি নাই। সে বাহ্য হউক, তোমার বিচারাদির বিষয়ই বিবেচনা কর। পূর্বের যাবনিক দলের কেহ কেহ বিচার ও শান্তি-রক্ষা বিষয়ে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল,— তোমার আমলে ত্রিবৃদ্ধিকারী-করেরা সে অত্যাচারকেও চাপা দিয়াছে। পূর্বের যাবনিক বিচার-বিষয়ে অনেক সময়ে স্বগণের প্রতি পক্ষপাত করিত, তুমি এখন তাহা কোন্ না করিতেছ?—বিশেষ এই, তুমি স্বীয় অন্যান্য-কারিতা স্বযুখে স্বীকার কর না, একটা না একটা ছল অবলম্বন কর। তোমার পরিবারের কেহ, আমার কোন সম্মানকে বধ করিলে অমনি বলিয়া উঠ,—‘তাহার পেটে পিলে ছিল, তাহাতেই সামান্য আঘাতে মরিয়া গিয়াছে।’ তোমার পরিবারদিগের হস্তে আমার

বড়গুলি সন্তান হত হইবে, তাহাদিগের সকলেরই নীচী
রোগ থাকিতে হইবে, এটী একটী বিধাতা পুরুষের
নিয়ম না হইলে আর তোমার চলে না। একি সামান্য
পক্ষপাতিতা যে, তোমার ছেলেরা শাদা বলিয়া সকল
আদালতে তাহাদের বিচার হইবে না। তুমি অনেক
স্থলে চক্ষুর্মজ্জার পক্ষপাত করিতে পার না, পূর্বে যাব-
নিকের আমলেও অনেক সময়ে পক্ষপাত হইত না।
একজন যাবনিক নগরপ্রাধিক আপনার একমাত্র বাছাকে
বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে,—তাহা তোমার অবি-
দিত নাই। আর এক সময়ে অপর একজন যাবনিক-
নগর-পাল কোন অপরাধে আপন বিচারক কর্তৃক
আশামী নির্দিষ্ট হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় বিচার-
ালয়ে গমনপূর্বক বিচারকের যথোচিত সম্মান রক্ষা
করিয়াছিল। অপরাপর অনেক সময়ে যাবনিক দলের
অনেকেই বিনা পক্ষপাতে বিচারকার্য্য নির্বাহ করিয়া
গিয়াছে।

তুমি গর্ব করিয়া থাক, এখন কত বিচারালয় হইয়াছে,
স্বতরাং বিচারকার্য্যও উত্তমরূপে নির্বাহিত হইতেছে;
তখন বিচারালয়ই ছিল না, তা বিচার হইবে কি?—
এটী তোমার বড় ভ্রম। পূর্বে পল্লীর দশজনে মিলিয়া
বিচার করিত, কাজেই তাহাদের মধ্যে তত অবিচার
হইতে পারিত না। তাহারা আইন-কানুন খাটাইত
না বটে, কিন্তু দেশের বৃত্তিতে প্রকৃত বিচারের অন্যথা

হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প ছিল। তখন তখন
আশামী করিয়াদীর প্রতিবেশী মুখ্য মড়লেরা বিচারক
হইত, হুতরাং কূট-সাক্ষিতা, জাল, কেরেবী, জুয়াচুরি
প্রভৃতি দারুণ চুরাচরণ সমস্ত ঘটিতে পারিত না।
আর তখন অনেক মকদ্দমাই রফা হইয়া যাইত; তা-
হাতে মকদ্দমার খরচে ও কষ্টে অর্থী প্রত্যর্থী এরূপ
উচ্ছিন্ন হইত না। অপর, পূর্বে এককণার ন্যায় নীচ-
প্রকৃতি পিয়াদার ঘুসি ঘাড়ধাক্কাদি অপমানাচরণ ও
অশ্রাব্য কটুক্তি সহিতে হইত না; বিশেষতঃ নির্দয়
পরের মায়ের বেটাদিগের কাছে, আমার বাছাদিগকে
করষোড়ে হুজুর হুজুর করিয়া সভয়ে সেলাম বাজাইতেও
হইত না। বাহা স্বপ্নেও চিন্তাপথে উপস্থিত হয় নাই,
তাহা এখন দৈববিড়ম্বনায় দিবারাত্র সম্মুখে সংঘটিত
হইতেছে, দেখিতেছি।

এখন তোমার আমলের বিচারকার্য কেবল কূট-
সাক্ষিতা, জাল, কেরেবাজি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। তুমি ও উকীল মোস্তারেরা জুটিয়া
কত শত অর্থী প্রত্যর্থীকে নিঃসম্বলীকৃত করিয়া ছাড়িয়া
দিতেছ। তোমার বিচারালয় গুলিতে জয়ের বিপনি-
মাত্র,—টাকা ঢালিলেই জয় কেনা যায়। অবিচার
তখন যদি শত করা দশটা, তবে এখন ৫০ টার কম
নয়। তখনকার অপেক্ষা এখন উৎকর্ষ এই যে, তখন
ধুতিচাদর-পরা, চাটাটোয়ে-বসা, হীন-বেশী মুখ্যমণ্ডলগণ

বিচার করিত, এক্ষণে তোমার চাপকান-পেটুলন-আঁটা, চেয়ারে-বসা, আঁক-স্মুকে পরিবারেরা বিচারকার্য নি-
র্বাহ করিতেছে। ভাল কাপড় পড়িয়া লালন ধরিলে
জিয়াদা করিয়া ধান ফলে না।

তোমার পুলিশের কাজও ঐরূপ ; তাহারও বড় বড়
পদে কতকগুলি নির্বোধ মণ্ডাকে নিয়োজিত করিয়া
অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা বর্দ্ধিত করিতেছ।

অন্তরঙ্গ বলিয়া কেবল দেশীয় লোকেরাই বিচার ও
শান্তিরক্ষা-বিষয়ে নিপুণতর হইয়া থাকে। অন্যস্থানের
লোকদিগের দ্বারা তত্তৎকার্য ইচ্ছাক্রমে সম্পন্ন হয় না।
তুমি ঐ দুই বিষয়ের শিরোদেশে আপনার পরিবারদিগকে
বসাইয়াছ বলিয়া আমার নগরীতে অধিকতর অবিচার,
ও শান্তিভঙ্গ হইতেছে।

আমার সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষাদান করিতেছ,
বলিয়া থাক ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাহারা তোমার
নিকট কি কতকগুলি গ্যাড্‌-দ্যাড্‌-ফিন্‌-ফান্‌ শিখিতেছে
যে, আমাকে আর মা বলিয়াও মনে করে না ;—তাহারা
আমার দুর্ব্যবহার বিষয় আর চিন্তা করে না ;—কেহ কেহ
পরের মাকে মা বলিতেও বাসনা করিয়া থাকে। হায় !
তুমি আমাকে এমনি দুর্ভাগিনী করিলে যে, পেটের ছেলে,
মহাদিগকে কত করে মানুষ করিলাম, খাবার সময়েও
মহাদের মলমূত্রে ঘৃণা করি নাই, তাহারা আমাকে মা
বলিতে লজ্জা বোধ করিল। তাহাদের মা মা শব্দে আমার

কাপ জুড়াইত, তাহাও বন্ধ করিলে। তাহার লেখা পড়া শিখিয়া তোমারই কাজ করিতেছে, এবং তোমারই একান্ত অজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া পড়িতেছে। তোমার শিক্ষাদান নয়তো, যাত্নমাত্র বশীকরণ। সন্তানগণের ভক্তিময় ব্যবহারে জননীর সকল দুঃখই চাণা পড়ে, সেই সর্বদুঃখহর ভক্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিলে, আর বাকী কি ? ।

এই কথা বলিতে বলিতে অধিতারতীর আন্তরিক দুঃখপ্রবাহ হৃদয়স্থল প্রাবিত করিয়া অশ্রুস্রোত পরিবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহার মুখের তৎকালীন শোকাবল-কল্পণ-ভাব অবলোকন করিলে পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। যাহা হউক, অনন্তর দেবী আপন শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংযমিত করিয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেনঃ—

‘ভাল, এবিষয়ে আমাকেই দুঃখিনী করিতেছ, কর। আমার সন্তানগণের উন্নতিই বা কোথায় ? তোমার প্রদত্ত শিক্ষা স্ববৃত্তি চাকরের উপযুক্ত টবে নয়। যে দুটী একটী ছেলে ট টা টি টি করিয়া কিছু শিখিয়া উঠিতেছে, তাহাদিগকে কৌশলপূর্ব্বক উচ্চপা লাভে বঞ্চিত করিয়া এমনি মুখচাপা দিতেছ যে, তাহাদের সন্তোদরেরা উচ্চতর শিক্ষার চেষ্টাই পরিত্যাগ করিতেছে। সে দিন আমাব সেই মনোমোহন পুত্রটিকে কি বঞ্চনাটাই করিলে ! নাচা আমাব প্রবানে ভাইদিগেব ও আশা হইতে অন্তরে থাকিয়া কত কষ্টে লেখাপড়া

অভ্যাগ করিল, অবশেষে তুমি বিনা দোষে তাহাকে
 কঁদাইয়া ফিরাইয়া দিলে। কিন্তু ঘোষণা দিতেছ,
 জাতিভেদ ও পক্ষপাত না করিয়া আৰ্য্যপুত্রের উচ্চ উচ্চ
 পদে লোকনিয়োগ করা যাইবে। আমার অবোধ ছে-
 লেরা তাহাতে বিশ্বাসও করিতেছে। ওদিকে ঐ সকল
 পদলাভের উপায়, সাতসমুদ্র-তেরনদী পার তোমাদের
 দূরতর বায়ব্যপ্রদেশের উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়া
 প্রথমে এই ভাবিয়া ক্ষান্ত ছিলে যে, তথায় আমার
 যানসাধন-হীন নিঃসম্বল বামনপুত্রেরা গমন করিতে
 পারিবে না। ক্রমে আমার দুই একটী দীর্ঘকায় পুত্র
 যখন কষ্টে সৃষ্টে সেই উপায় লাভ করিল, তখন দে-
 খিলে যে, তারা তোমার পুত্রদিগের হইতে বামন নহে,
 প্রত্যুত যানসাধনও অধিরোহণী ব্যক্তিগণের উপায়
 স্থানে উঠিতে পারে। তখন অমনি বয়সের এমনি ব্যবস্থা
 করিয়া দিলে যে, আমার পুত্রেরা তত ছেলে বেলায়
 আর কোন ক্রমেই সেই উপায়ভবনে অধিরোহণ করিতে
 পারিবে না। "কিন্তু এখনও উল্লিখিত ঘোষণা দেওয়াটী
 ছাড়ি হয় ঘাট—ধন্য! ধন্য!

কোন অতি দয়ালু লক্ষনীবস্ত-পুরুষ কোন দরিদ্রের
 পা ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহাকে আপনার দৃশ্য ভাঙার
 প্রদর্শন-পূর্বক কহিল,—‘তুমি ঐ ভাঙারে গমন করিয়া
 আমার পরিবার নির্বিশেষে অশন, বসন, ও রত্নাদি
 গ্রহণ করিয়া ভোখ কর।’ দরিদ্র প্রলোভিত হইয়া

বহুতর ক্লেশকর চেষ্টায় পা ভাঙা কিঞ্চিৎ সারিয়া ও হাতে বুকে ভর দিয়া ভাঙারে কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিল। পরে সে যেই একটী রক্ত গ্রহণ করিল, দয়ালু অন্ননি তাহার হস্তদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে চাবি আঁটিয়া দিলেন ! কিন্তু বদান্যবর তখনও রক্ত গ্রহণ করিতে অসুমতি দেওয়া পরিত্যাগ করিলেন না। বল দেখি, তাহার কেমন দয়া?—আমার সম্মানগণকে উচ্চ উচ্চ বিচারকাদির পদ প্রদান করিতে তুমিও ঠিক এইরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ না ?

আমার সম্মানেরা উচ্চপদলাভে বঞ্চিত হওয়াতে দুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। প্রথমতঃ তাহারা পরিণাম বিবেচনা করিয়া আপন আপন উন্নতিসাধন চেষ্টা হইতে বিমুখ হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ অন্যস্থানের লোক প্রধান পদে নিযুক্ত হওয়াতে যাবতীয় কার্যালয়ের কার্যে গোলযোগ ও অত্যাচার ঘটিতেছে।

অন্যান্য পদ দাও না দাও, তাহা তত গায়ে লাগে না; কিন্তু আমার ছেলেদিগকে যে দৈনিক পদ প্রদান করিতেছ না, তাহাতেই তাহাদের সর্বনাশ হইতেছে, এবং তাহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছে। স্বাধীনিকও এ বিষয়ে বিলক্ষণ প্রশংসনীয় ছিল, তাহার আমলে আমার ছেলেরা সকল পদেই নিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তখন তাহারা দিন দিন এমন হীনবীৰ্য্য হয় নাট। পরাধীন কিন্তু হুশাসিত সভ্য দেশে দৈনিক পদের আশা

না থাকিলে লোকে ক্রমে দুর্বল হইয়া প্রায়ই বিনাশ-দশায় পতিত হয়। তুমি ইহা জানিয়া শুনিয়াও যখন আমার পুত্রগণের সৈনিকপদ লাভের পথ রুদ্ধ রাখি-য়াছ তখন তোমাকে আমাদের হিতৈষী বলিয়া কিরূপে নির্দেশ করিব, বল? হায়! নেদিন আমার সেই চন্দ্রসদৃশ হৃদয় ও কুমার-সদৃশ বীর-কলেবর পুত্রটী তো-মার কাছে সৈনিকপদ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিল, আর তুমি কি নির্দয়তাটাই প্রকাশ করিয়া তাহাকে নিরাশ করিলে! হায় এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি স্থির থাকা যায়?।

জর্জ—“শিক্ষাদানের কথা বলিতে বলিতে কি বিষয় ফেলা হইল দেখ। অপকৃপাতে তুমিই তদ্বিসয় ভাল করিয়া বল দেখি? কুসংস্কারের অপনয়ন না হইলে মানুষের মানুষ্যত্বই জন্মে না। আমার শিক্ষাদানে তোমার সম্মানগণের সেই কুসংস্কার অপনীত হইতেছে। সুতরাং তাহার শিক্ষার প্রধান ফলই আমা হইতে লাভ করিতেছে।”

অমি—“তোমার শিক্ষাদানাদিতে আমার সম্মান-গণের কুসংস্কার গিয়াছে, একথা তুমিই সর্বদা কহিয়া থাক, এবং আমার অবোধ সম্মানেরাও বলিয়া থাকে। অতএব তাহাদের কি কি কুসংস্কার গিয়াছে, তাহা একবার দেখা উচিত। তোমার স্কুলে পড়িয়া আমার ছেলেরা এখন হাঁটি টিকটিকী, দিনক্ষণ, দেশীয় ভূত প্রেত

এই কতকগুলি মানে না বটে। কিন্তু হ্যাঁটি টিকটিকী না মানাতে এমন বেশী লাভটা কি? দিনক্ষণ মানাতেও বিশেষ কিছু ক্ষতি ছিল না। যে হেতু আমাদের দিনক্ষণ মানিবার প্রণালী কার্য্য-বাধক নহে। প্রয়োজন হইলে সেই প্রণালীর মত-বিশেষে সকল সময়েই যাজাদি করা যাইতে পারে। ভূতপ্রেতের কথায় বলিবে, তাহা মানায় ক্ষতি আছে; কিন্তু আমার ছেলেরা যেমন দেশীয় ভূতপ্রেতকে অগ্রাহ্য করিতেছে, তেমনি আমার কতকগুলি বিদেশীয় ভূত তাহাদের মনে অধিষ্ঠিত হইতেছে। হুতরাং তাহাদের ভূত প্রেত সম্বন্ধীয় কুসংস্কার নিয়াছে কিরূপে বলা যাইতে পারে?। তবে এইমাত্র বলিতে পারি তাহাদের মনে ভূতের পরিবর্তন হইয়াছে।

তোমার প্রদত্ত শিক্ষার শুণে আমার ছেলেদের উপধর্ম্ম ঘুচিতেছে, বলিয়া থাক। কিন্তু এ বিষয়ে যাহা কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা আমার সন্তানেরাই করিয়া লইতেছে। তোমার তো মনে আছে, তোমার শিক্ষা-দান প্রণালী প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই আমার সন্তান-বিশেষ প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্বের পথ পরিকৃত করিয়া যান; এবিষয়ে বরং বলিতে পারি, তোমার পরিবারবর্গই আমার বাছাদিগের, নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে—পরে বিশেষরূপেই করিবে। দেশীয় ঠাকুর সকল বদলাইয়া বিদেশীয় করিয়া দেওয়াই তোমার উদ্দেশ্য;—তুমি আমার চিরারাম্য পরম পিতার পরিবর্তে অপর কৃষ্ণাদি ত্রিদেবের

উপাসনার উপদেশ দিয়া থাক। আমার বাহাদুরের মধ্যে বাহাদুরের মনে বিদেশীয় ধর্ম লক্ষণদ হয়, তাহারাই আমাকে ঘৃণা করিয়া থাকে; হায়! তাহার। যেন আমার পেটের ছেলে নয়—তাহাদিগকে কি আমি সন্ত্যপান করাই নাই?

অপর, তুমি এমত মনে করিও না যে, পূর্বের আমার যাবতীয় সম্বন্ধেরাই কুসংস্কারাবিষ্ট ছিল। পূর্বের তাহাদিগের অনেকেই ন্যায়াদি শাস্ত্র পাঠ করিত। যাহারা ন্যায়াদি দর্শন-শাস্ত্র সকল পাঠ কবে, তাহাদের মধ্যে কুসংস্কার থাকিতে পারে না।

তবে তাহার। সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন ও লোকের সম্ভাষণ-সাধনার্থ কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিত না। কিন্তু তোমার প্রদত্ত ধর্ম শিক্ষা ত এই পর্যন্ত যে, পর-ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিতে হয়?—তাহা হইলেই হইল। যাবনিকের আমলে আমার পুত্রের। প্রায় সকলেই দর্শনাদিপাঠে বিমুখীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু যাবনিকের বিনাশের তো বাকী ছিল না, ক্রমে সংস্কৃত ভাষার সহিত নানাবিধ তত্ত্ব-নির্ণায়ক দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রবর্তিত হইবার উপক্রমও হইয়াছিল। এই সময়ে আমার কয়েকটি ছেলে পূর্ব, মধ্য, বিশেষতঃ পশ্চিমোত্তর বিভাগে ধর্ম-সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সেই ধর্ম-সংস্কারের সহিত সংস্কৃত দর্শনাদি অধ্যয়ন করিলে কুসংস্কার অবশ্যই দূরীভূত হইয়া যাইত।

কাজ: তোমার কুসংস্কার দূরীকরণ প্রাথমিক স্তর
মতঃ। তাহাও দেশীয় পরিবর্তে বিদেশীয় করা যায়।

আমার পুত্রগণের কুসংস্কার দূরীকরণ তো এই
পর্যন্ত। তত্ত্বির, পূর্বে যাহারা ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠান
পূর্বক সংস্কৃত শাস্ত্র অনুশীলন করিত, তাহারা এ-
মন কীণজীবী হইত না। যাহাদিগকে এখন তোমার
কুল কালেজে পড়াইতেছে, তাহাদিগের অনেকেই তো-
মার ব্যবস্থা-কৌশলে পড়িতে পড়িতে বা কালেজ
হইতে বাহির হইয়া দুমাস ছমাস কাজকর্ম করিতে করিতে
চক্ষুরহীন অন্ধ, ধৈর্যহর শিরোরোগে আক্রান্ত, বন-
দুস্তোষম খাস-কাল-বন্ধা-পীড়িত, কিম্বা বিষব্রতশ্রমাকর
স্থল উদরাময়াদি প্রাপ্ত হইয়া বাইতেছে। আমার তো-
মার কুহকজালে পড়িয়া বাছারা হুঁরাপান দোষে দিন দিন
অধরও ভগ্নদেহ ও অস্পায়ুঃ হইয়া পড়িতেছে। অতএব
আমার সন্তানদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আমার উপকার
না অপকারই করিতেছ? যে সন্তানকে লেখা পড়া
শিখাইয়া মানুষ করা যায়, সে যদি শিক্ষাতে লোকাভ্রান্ত
বা চিররোগী হয়, তবে তাহার অপেক্ষা সবলকার মুখ-
পুত্রও ভাল। ওরূপ শিক্ষিত সন্তান হইতে জল পিণ্ডের
আশ্রয় বিদ্রুপ্ত হয়। হায়! যা হইয়া সন্তানের দেহ-
পাতের কথার আর কত আন্দোলন করিব? আমি
অতিশয় কঠিন-হৃদয়া যে, এ সমুদায়ের আন্দোলন করি-
তেও সমর্থ হইতেছি। দুর্ভাগ্যতা মানুষকে সকলই

সহিতে পারে। 'নরক' তাহার হৃদয়েও কি জীবিত
জীবিত হয় ?

কর—এ সকল তোমার অন্টার ভবননা, এই বুঝি
কৃতজ্ঞতা ? আমি জলপানির টাকা দিয়া তোমার
সন্তানগণকে লেখা পড়া শিখাইতেছি, তুমি বল
কি না, তাহারিগের বিনাশ-নাশন করিতেছি। তাহার
বাদি আপন মোখে অধঃশক্তি হয়, তবে কি সে মোহ
আনার হইবে ?

অধি—তুমি আমার সন্তানগণের হুপালনের তার
লইরাচ, একশে তাহার। ঘেরপে বিনষ্ট হউক না কেন,
তুমিই তোমাকেই দোষী বলিয়া সকলেই নির্দেশ
করিবে। এই যে বলিলে, জলপানি দিয়া আমার
ছেলেগুলিকে লেখা পড়া শিখাইতেছি, তাহা কি আমি
স্বীকার করি ? কিন্তু তোমার জলপানি-দান-প্রণালীই
মীনা অনিষ্টের হেতু। ছেলেরা জলপানির প্রলোভনে
কেবল শারীরিক গুরুতর পরিভ্রমে শরীরপাত করিতেছে।
তাঁহাদের মুড়িমুড়াকি লাটালি খাবার কড়ি গুলি, সকলই
ফলে বলে কোঁশলে কাড়িয়া লইয়া মাঝে মাঝে তাহা-
দিগকে হুচাতি পরস। জলপানি দিইছ। বড় দান !
বড় দয়। !

তোমার আমলে আমার সন্তানগণের হুপালন ও
স্বীকার বিবর তো এক প্রকার বলা কইল। বাকী
আমার নিজের পালন, তা তাহাতেও তোমার কড়ি

কাজে, আবার আমায় তুলি পরীক্ষা করছেন
করিয়েছে। তাহার (আবী-আবীর) সন্তানকে
হঠাৎ বাবনিক আমার মুকুটের উপর রাখেন করে। পরে
আবার কোন রণজিৎ পুত্র বহকটে তাহা বাবনিকের
হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লয়। তুমি সেই দীক্ষার বস-
পূর্বক লইয়া গিয়া আপনার গিল্লির মুকুটে পরাইলো।
ইহাতেও যদি স্থপালন করিতেছ বস, তবে আর কি
করিয়া তোমার মুখ-চাপা দেওয়া বয়।

আবার আমার সন্তানগণকে আশ্রয়কার এমনি
অকলম করিয়া তুলিতেছ যে, পরে একদিন তোমার
সহায়তার অভাব হইলে তাহাদিগকে পরাস্ত হইতে
হইবে। বসদেখি, শিকারী, চিকিৎসা, নিপাকারী, শত্রু-
তাড়না প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েই তাহার তোমার উপরি
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে কিনা? তুমি তাহাদিগের
ঠেকে হঠাৎ, হুতরাং তাহাদিগের আকি-মকলেও
বিদ্বান নাই। যে চারা ঠেকের ভয়ে উদ্ভত হয় তাহার
কি মঙ্গলের আশা করা যায়? সহজ উই, যুগ প্রভৃতিতে
ঠেকে পাতিত বা স্থানান্তরিত হইলে চারাটীও পতিত
হইবে, হয়তো সেই পতনেই তাহার বিনাশ, অথবা
যদি কথঞ্চিৎ বাঁচে, তদুশাখ, তদুশূল, ও দুর্বল হইয়া
থাকিবে। পতনের পর অন্য ঠেকে দিলেও তাহার
মূলের আশ্রয় শোধরাইতে বহু কাল লাগিবে।

কহতঃ আমার গন্তব্যগণের জীবন আরম্ভের

অপেক্ষাও হীনতর করিয়া তুলিয়াছ। অথেরা কার্যে
 ত্রুটি করিলে চাবুক খায়, ইহাদের তাহাতেও নিস্তার
 নাই। লোক আপন কার্য সাধনের জন্যও অথকে
 বলিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তুমি আমার হতভাগ্য
 বাছাদিগকে ক্রমশঃ দুর্বলই করিতেছ।

ঈশ্বর তোমার হাতে জোর দিয়াছেন, আমাদের
 মর্কনশ করিতেছ, কর, হাত নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে
 অমন করিয়া ভোগলামি দেওয়াটা কেন? প্রধানতম
 বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজ সকলে আমার এক
 একটি সন্তানকে গ্রহণ করিয়াছে। তোমার পরিবারেরা
 তাহার ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছে, তুমি যে আমার
 সন্তানদিগকে ক্রমশঃ উচ্চ উচ্চপদে নিযুক্ত করিবে, উহা
 তাহার পূর্বলক্ষণ। আমার কতকগুলি অবোধ পুত্র
 ইহাতে অমনি গলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তুমি যে
 অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদে তাহাদিগকে নিযুক্ত না
 করিয়া উচ্চতর পদপ্রদান করিতেছ, তাহার মর্ম্ম বুঝে
 কে? যিনি অন্তর্দাকী, তিনিই জানেন আর তুমিই
 জান। প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজ
 সকলে তোমার পাল পাল পরিবারের মধ্যে আমার
 এক একটি ছেলে থাকিলেও কোন ক্রমেই আপ-
 নার মত চালাইতে পারিবে না। হুতরাং তথায় তাহার
 থাকা না থাকা সমান। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টতর
 পদে তাহারা নিযুক্ত হইলেই আপনাদিগের ক্ষমতা

প্রকাশ ও যতচালনা করিতে পারিবে। অপর, প্রধানতম বিচারালয় ও ব্যবস্থাপক-সমাজের সংখ্যা নিতান্তই অল্প, আর প্রদেশীয় বিচারক প্রভৃতির সংখ্যা অপ্রচুর ; বল দেখি, এই সকল ভাবিয়াই ওরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ কি না ? সেদিন তোমার কয়েকটি ছেলে প্রস্তাব করিল, তোমার স্বপুত্রের মহতী সভার আধ্যাপকদিগের প্রতিনিধি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে আমার সুশিক্ষিত সন্তানগণও ঠিক দিলেন, তুমি ক্রমে তাহাই করিবে। কিন্তু তাহা করিতে গেলে আধ্যাপকের এত সংখ্যক প্রতিনিধি লইতে হইবে যে, তাহাতে তোমার পরিবারেরা জিত এবং আমার ছেলেরা জেতু স্বরূপ হইয়া উঠিবে। সুতরাং তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না।

যাহা হউক, তোমার আর যাঁচিয়া উপকার করায় কাজ নাই—তুমি চলিয়া যাও না কেন ? আমার ছেলের আর একরূপ ক্ষীণজীবী সভ্য ও সুশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন নাই ; তাহারা মুখ হইয়া থাকিবে। পাঁচ সের ধানের বেকরণ করিয়া মোটা ভাত খাইবে, চরকার মোটা সূতো পরিবে—চটি জুতা পায়ে দিবে ! তথাপি তোমার বৃত্ত অশ্ব-জীবনের মোজা ও বুট-জুতা প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। আমাদের এ সকল মোটা ব্যবস্থা লক্ষণে শ্রেয়ঙ্কর। তোমার বায়না খোঁক পোষাকে আর কাজ নাই। আমি তোমার সুপালন আর প্রার্থনা করি না।

এই বলিতে বলিতে অধিভারতীয় ত্রোখ ও শোক মনোমধ্যে উদ্বেল হইয়া উঠিল। মহারাজ! দেবীর তাৎকালিক অভূতপূর্ব মূর্তির উপমা-স্থল কোথাও নাই। স্থিরবিদ্যুৎ এবং উদ্দীচ্যপ্রভা, ঐ জাজ্বল্যমান দেহ-কান্তির নিকট মলিন হইয়া যায়—যাবতীয় দেবগণের যাবতীয় তেজঃ একত্র সংহত হইলেও ওরূপ প্রখর তেজোরামি সমুদ্ভূত হয় না। অন্য কথা কি, দেবীর ললাটকলকে আদিত্য দেব স্বয়ং বিরাজমান থাকিয়াও নিম্প্রভবৎ প্রতীয়মান হইতেছিলেন! যদি জর্জ ঐ তেজো-রামিপ্রভাবে দর্শনশক্তি বিহীন না হইয়া সেই সময়ে দেবীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিত, তবে বিশ্বরূপিণী মহাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া একেবারেই অনব এবং মুক্ত হইতে পারিত। তখন সে দেখিত যে যাহাকে সামান্য-মানবী মনে করিয়া অত্যাচার করে দেবতাগণ মিলিত হইয়া তাঁহারই উপাসনা করিতেছে—বরুণদেব চরণবুগল ধৌত করিতেছেন, পবন চামর ব্যঞ্জন করিতেছেন, বিষ্ণু স্বয়ং চন্দ্রাতপ প্রসারিত করিতেছেন, এবং মহাদেব আপনি তত্ত্বধারক হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা মহাদেবীর পূজা বিধান করাইতেছেন।

কিন্তু নিমেষ মধ্যেই দৈবীমায়াক্রোধিত হইল। জর্জ চক্কুরাশ্রয় করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দেখেন সম্মুখে কতক গুলি অবগ্রাহমলিনা স্ত্রীতিকা এবং একটী শুষ্ক নির্ঝরিনী মাত্র রহিয়াছে—

পৃথিবীও স্বীয় তপনতাপিত পৃষ্ঠ নীতল করিবার জন্য পূর্বদিকে সঞ্চালিত করিয়াছেন—যাত্রি উপস্থিত হইয়াছে।

সেন্ট জর্জেরমনোমধ্যে প্রগাঢ় চিন্তা আনিয়া প্রবিষ্ট হইল। সে ভাবিতে লাগিল—‘আমি বুদ্ধিবিদ্যা প্রভাবে পৃথিবীর কি জল কি স্থল সর্বত্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছি; আমার বিন্যা-কৌশলে নিজীব জড় পদার্থ সকল সজীব ভূত্ব্যভাব প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; আমার সংকল্প সকল বার্তা ও রাজনীতি-শাস্ত্রের দূরবগম্য হুজুটিল কুহক-জালে সমাবৃত ও গোপিত হইয়া নিষ্পাদিত হয়; অধিভারতী এক সামান্য মুখ জীলোক মাত্র, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, কেবল রামায়ণ মহাভারতের উপন্যাস-শ্রবণ তাহার জ্ঞানের উপাদান,—শাস্ত্রের বচন মাত্র তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রমাণ, অন্তঃপুর মাত্র অভিজ্ঞতা উপার্জননের ক্ষেত্র, এবং কেবল পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তির আচার ব্যবহার দর্শনই মানবপ্রকৃতি বোধের উপায়; সেই মেয়ে মানুষ আজ আমার তথাবিধ হুগুট অভিনয় দলের অন্তর্ভেদে সমর্থ হইল, জগতে ইহার অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি আছে? হুদুস শিরীষকেশর দ্বারা কি হুজুটিন হীরকমণি বিদারিত হইল?—অথবা জল যে এত কোমল, কোমলতার প্রধান আধার, তাহাও তো কত শত পর্বতশরীর বিদীর্ণ করিয়া থাকে। কিন্তু জলের অন্তর্গত গুরুত্বই ঐ ভেদ-কতার কারণ, ইহার ঐ অন্তর্ভেদতকতা-শক্তি কোথা

হইতে আসিল ? কোন চিন্তাশীল নীতিবিদের শিক্ষা-প্রদানের ফলে কি ভারতী নীতিভেদে একরূপ নৈপুণ্য লাভ করিল ? তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে ? বর্ণমালার উপদেশ এবং বিষয়কর্মের বহুদর্শিতা-পরিহীণা রমণীকে হঠাৎ একরূপ নীতি-নৈপুণ্য প্রদান করা কি মানবীয় ক্ষমতার সাধ্য ? তবে কি, যে শক্তি উপধর্মের ঘোরতর অন্ধকারে সমাবৃত মহম্মদ ও খৃষ্টদেবের মনসে প্রকৃত ধর্মতত্ত্বের নিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহাই আজি ভারতীকে শিক্ষা প্রদান করিল ? যে অদ্বিতীয় শক্তি আমাকে দুর্ভেদ্য করিয়াছেন, তাহা কি ইহাকে ভেদকতা প্রদান করিতে পারেন না ?—আমিই এমন কি বিশেষ গুণাম্পদ ছিলাম ? এখনও আমার সেই নিষাদ-জীবনের চিহ্ন সকল বর্তমান রহিয়াছে, সেই পশু-চারণ ঘটিত পায়ের আঁচড় সকল আজিও অপনীত হয় নাই,—ভুগর্ভ-বাস-সকল আমার অচির-সত্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছে; সেই হীনদশাপন্ন অসত্যতম আমাকেও যে শক্তি জগতে ঐশ্বর্য ও প্রাধান্য প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, তাহা এমন ধর্ম-পরায়ণা পূর্বশ্রেষ্ঠাকে যে কিছু বোধ-শক্তি-দান করিবেন, তাহাতে অসম্ভবতা কি ? আবার তাঁহার অনুগ্রহ প্রসাদ তো চঞ্চল, আজি ভারতীর প্রতি তাহা কি হুপ্রসন্ন অনুগ্রহ দৃষ্টি ফিরাইল ?

এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে জর্জ হঠাৎ কল্পিত-কলেবর হইল, তাহার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ প্রকাশিত

হইল, এবং সমস্ত বাহ্যাকৃতি অন্তরোদ্ভূত গুরুতর ভয়ের
সূচনা করিতে লাগিল ।

চিন্তাশীল নৈ দিবসের কথা সন্ধান করিলেন ।

—●●●—

পরিণিষ্ঠাধ্যায় ।

—●●●—

ব্রহ্ম-সংবাদ ।

“তারকের নিপীড়ন নিবারণ আছে,
মেঘের গমন হয় বিঘাতা সকালে ।”

(অষ্টাদশ পুরাণ)

পর দিবস বাসাসুগৃহীত-চিন্তাশীল যথাপূর্ব অকরা-
জ্ঞকে কহিতে লাগিলেন;—

“মহারাজ ! এক্ষণে পৃথিবীতে যত ভিন্ন প্র-
কার বস্তু রহিয়াছে পূর্বে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প
ছিল, তাহারও পূর্বে দ্রব্যভেদ তদপেক্ষাও স্থান
ছিল, এবং তাহারও পূর্বে এই পৃথিবী-মণ্ডল হত্যাণন
প্রজ্বলিত একটী প্রকাণ্ড বাস্পরাশি মাত্র ছিল। যদি
তাহারও পূর্বকাল স্মরণ করা যায়, তবে পৃথিবীকে
তৎসবিত্ত্বগর্ভমধ্যেই দেখিতে হয়—তখন উহা সূর্য্য ক-

ভূক প্রস্তুত হইয়া পৃথক শরীর পরিগ্রহ করে নাই। এই রূপে কালনমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারিলে ভূলোক বা জনলোক, তদুত্তরে সূর্যালোক বা তপোলোক, এবং সর্বশেষে সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক দর্শন হয়।

অধিভারতীর চিরনহচরী চিন্তাদেবী এক্ষণে সেই বিশ্বষোনির ভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। বোধ হইল, ভগবান সৃষ্টিগানে মগ্ন রহিয়াছেন। দেবী যথোচিত অভিবাদনাদি পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিকটস্থ হইলেন। বিশ্বষোনি তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—

“বৎসে! তোমার আগমন কারণ ও আর্য্যপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। ক্ষেমপাত্রী অধিভারতীকে আমার আশীর্ব্বাদ-বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিবে, স্বর্জারের দেওয়া-ওনীতে মাতা নিজ সন্তানগণের যে অধঃপাত আশঙ্কা করেন, তাহা অকারণ। তিনি কি জানেন না যে, যে ব্যক্তি সাংঘাতিক বিপৎপরল্পরায় পতিত হইয়াও ক্রমে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহার বিনাশ সহজ হয় না। ভারতীর সন্তান-গণের কষ্ট যখন যখন সাংঘাতিক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখনই ভগবতী ভবিতব্যতা তাহার সাংঘাতিকতার নিবারণ করিয়াছেন। কাল-যাবনিক বীরবর স-সীদনের আক্রমণ বিলক্ষণ বিপজ্জনক বলিতে হইবে, কিন্তু দৈব-সুকূল্যে তাহার বিষময় ফল কলিতে পায় নাই। যাবনিক, সমুদায় বিজিত নগরীর রূপান্তর করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম ও আচার-প্রণালীর গুণে আর্য্যপুরের বিশেষ হানি

করিতে পারে নাই। দুর্দান্ত জিজ্ঞাসুর প্রলয়কর বজ্র
দৃষ্টিও তথায় পতিত হয় নাই। যাবনিকের অত্যাচার
শ্রীমানদিগের সাংঘাতিক হইবার উপক্রমেই দিবাঙ্গিকে
উপলক্ষ করিয়া তাহার নিবারণ করা হয়। আৰ্য্যপুত্র
জর্জারের পরিবারদিগের বসতি হইবার উপক্রম হইল,
ও দিকে অগ্নি আ-গরিকার স্বাধীনতা-সম্পাদনে তাগ
নিরাকৃত করা হইল। পাবনিক-কৃষকের ধর্ম-প্রণালীর
প্রাণে আৰ্য্যপুত্রবাসিনদিগের জাতীয়-ভাব নষ্ট হইবার
সম্ভাবনা দেখিয়া ভবিতবাতা দেবী সেই রামরঞ্জনর উপ-
লক্ষে সনাতন বিশ্বক্ক ব্রহ্মোপাদনা প্রার্থিত করিয় তাহার
অপনয়ন করিলেন। জর্জারের শিপকৌশলে ও রাজ-
নীতি কূটতায় ভাহাদিগের শিপ-বিলয় ও শারীরিক
শীর্ণতার সম্ভাবনা হইয়াছে, এ দিকে তাহার প্রতিবি-
ধানের উপায়ও একরূপ সৃষ্ট হইয়াছে। এ সকলে আৰ্য্য-
পুত্রের রক্ষা-সম্ভাবনা না করিয়া, কিরূপে কেবল বিনাশ
সম্ভাবনাই করিয়াছেন ?”

ভগবান এই বলিয়া নিরন্ত হইলে চিন্তাদেবী কহি-
লেন—‘পিতঃ ! দেবীর পুত্রগণের প্রতি একরূপ দুর্ঘটনা
সকল ঘটবার কারণ কি, অনুগ্রহ পূর্বক কহিয়া চরিত্র-
তার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।’

বিশ্বখোনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন—‘তাণার কা-
রণ মাতাকে এই জানাইবে যে, জগতে আশ্রিততা ও
ভক্তিমস্তাই স্বাধীনতা, শান্তি, ও উন্নতির সাধন। তদ-

ভাবে নানা প্রকার সংকটে নিপতিত হইতে হয় । বৎস আৰ্য্যস্বামী ষত দিন আন্তিক ও ভক্তিম্যান্ ছিলেন, আৰ্য্যপুর তত দিন নিরাপদই ছিল । পাবনিক কৃষ্ণের পঞ্চশত বৎসর পূর্বে যখন তাঁহার মনে বোধাবলম্বন ও নাস্তিকতার সঙ্কার হইতে আরম্ভ হইল, তদবধিই এই সংকট-শ্রেণী সংঘটিত হইতেছে ।

চিন্তাদেবী তৎকালে উত্তার নয়নে চতুর্দিকের নিরোদেশের উর্দ্ধনিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিলেন । ভগবান্ জীবৎ হান্য করিয়া কহিলেন,—
 “ওদিকে কিছুই নাই—অন্ধতমাবৃত অনন্ত আকাশ এবং অনন্ত নীল মাত্র বিরাজ করিতেছে । ওদিকে কাহার দৃষ্টি প্রবেশ করে না—ওদিকে আমার মুখ নাই—নিম্নভাগে দৃষ্টি কর ।” চিন্তাদেবী দেখিলেন ভগবানের হস্ত-হিত কনগুলু হইতে একটী জ্যোতির্ময় বারিধারা িঃসৃত হইতেছে । ঐ পবিত্র বারিধারা কাল-বসুন্ধর একভাগ আলোকিত এবং পূর্ণিত হইয়া আছে, কিন্তু ঐ বসুন্ধর অপর ভাগ শুষ্ক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন—ওদিকে ঐ বারির প্রবেশ নাই । চিন্তাদেবী তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ঐ বারিপ্রবাহ অবলম্বন করিয়াই বিশ্ব-যোনির সদনে উপস্থিত হইয়াছেন । চিন্তাদেবী ইহাও দেখিলেন যে, ঐ শ্রোতোবারি অতি প্রথর বেগে নিরন্তর নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং স্বকীয় বেগ বশতঃ প্রতিনিমিত্তে কোটিং খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ড প্রাবিত করিয়া বাইতেছে।—কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, গুরুপ প্রথর শ্রোতোবেগের প্রতিকূল মুখে আগমন করা সহজ, অনুকূল মুখে গমন করা নিতান্ত দুঃসহ—প্রতিকূল মুখে আনিবার সময় ভগবনের মুখচোতিঃ কর্তৃক সমস্ত পথ আলোকিত হই—অনুকূলমুখে কিই যম্পষ্ট দৃষ্ট হয় না।

ভগবান্ কহিলেন—“গৎনে! যে পুণ্য বারিধারা দর্শন করিলে উহারই নাম কারণ-প্রবাহ।”

চিন্তাদেবী অন্তর্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, কনগুলু পরিপূর্ণ ঐ বিশুদ্ধ তেজস্বী বারি অতি প্রশস্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রোতোবেগ, তরঙ্গমালা, আবর্ত্তনকূল কিছুই নাই, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাবতী যেত। যেত। পদার্থসমূহের বিভূতিগণ নিমাত নিরূপ ভাবে সেই জীবন-জলে ভাসমান রহিয়াছে। নিরন্তর বারি প্রস্রুত হইতেছে, এবং যাবতী বিভূতি অনুরূপীর সমস্তও অজ্ঞান করিত হইতেছে—কিন্তু কনগুলু হইল এবং তত্রত্য বিভূতি সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি পরিগ্রহ্য হইয়া পূর্ণ এবং স্থির ভাবেই আছে।

চিন্তাদেবী ঐ কনগুলুস্থ অতি শোভনা হরিবর্ণী একগী বিভূতি প্রতি লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার বোধ হইল, নৈমী কারণে বারিপ্রবাহে পতিত হইয়া এবং তথার জলঃ আরক্ত এবং পরিষ্কট হইতে লাগিল।

উহা যেমন খরস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং চতুর্দিক্ হইতে তরঙ্গমালা উহার প্রতি আঘাত করিতে লাগিল, অমনি উহা দেখিতে পৃথিবীর আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করিল—উহাতে যুগ-পর্ব্যায় হইতে লাগিল—মৎস্য, কূর্ম, বরাহদি অবতারণ হইয়া গেল—এবং ক্ষণমধ্যেই বহুবিধ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব এবং তিরোভাব সংঘটিত হইয়া মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইল, এবং মনুষ্যগণ উন্নতিশীল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট-ব্যবসায়ি এক-দেশবাসি-একধর্ম্মাদিগের দ্বারা মানবকুলের মঙ্গলোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। তাহা বা মৈশরিক, হিন্দু, পারসীক প্রভৃতি নামে বিখ্যাত হইল। ইহারা পৃথিবীর আদিম সভ্য, ইহাদের হইতেই পৃথিবীর আদিম কালের উৎকৃষ্টতর ভাষা, উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মপ্রণালী, উৎকৃষ্টতর শিল্পপ্রণালী, ও বহুবিধ শিল্প-কার্য ও দর্শনশাস্ত্র প্রচারিত হইল। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন দলেরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে জীবন ক্ষেপণ করিয়া বিবিধ কার্যের উৎকর্ষ সাধন করিল।

তৎপরে অনির্দিষ্ট-ব্যবসায়ি-একদেশবাসি-মানবগণ উন্নতির অবলম্বন হইল। ইহারা কাল যবন ও রোমক প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের হইতে হর্ম্ম্য-প্রণালী, চিত্র-প্রণালী, এবং অপরাপর বিবিধ শিল্প প্রণালীর, এবং রাজনীতি ও বহুবিধ দর্শনশাস্ত্রের

সম্মুখিত সংসাধিত হইল। ইহারই শাস্ত্রপ্রধান, প্রকৃত ইতিহাসের প্রথম রচয়িতা। এবং ইহারাই স্বদেশা-মুরাগ প্রভৃতি প্রকৃত উদার গুণে বিভূষিত।

অনন্তর অনির্দিষ্টব্যবসায়ি-বিভিন্ন-দেশবাসি-এক ধর্ম্মাদিগের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গলোন্নতি-সাধিত হইতে লাগিল। মহম্মদীয় দল, বাহুবাক্ষের উপাসকদল প্রভৃতিরাই সেই সকল লোক। এই শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবীর জড় পদার্থ সকলকে মনুষ্যের আজ্ঞাবহ করিল; বহুবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া শিল্পবিদ্যার অসাধারণ উন্নতি সাধন করিল; এবং ভূমণ্ডলব্যাপক বাণিজ্য কার্যের বিস্তার উদ্দেশে বাঙ্গীয় যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়া দূরদেশে জলস্থলে গমনাগমনের হ্রদর উপায় করিল। পদার্থ-বিদ্যা, জ্যোতিঃশাস্ত্র, ও আয়ুর্বেদও ইহাদিগের হইতে বহুল পরিমাণে উন্নতি লাভ করিল। দর্শনশাস্ত্র সকলও ইহাদিগের সময়ে যেন নূতন ত্রী ধারণ করিল। ইহারা রাজনীতি শাস্ত্রের অসাধারণ ত্রীবৃদ্ধি করিয়া স্বাধীনতার প্রকৃত গৌরব বিস্তার করিল। ফলতঃ, মানবজাতির ক্ষমতা যেন অপার হইয়া উঠিবে, এরূপ প্রতীতি হইতে লাগিল।

তদনন্তর মানবকুলের উন্নতিসাধনে এ পর্য্যন্ত যে রূপ একধর্ম্মারাই গৃহীত হইয়াছিল, তাহা না হইয়া বিভিন্ন-দেশবাসি-বিভিন্ন-ধর্ম্মাদিগের গ্রহণের উপক্রম হইল, এবং সেই উপক্রমে ভারতীয় নরগণ হস্তোপাধিতের

মায় প্রতীরমান হইল ।—চিন্তাদেবী এই পর্যাঙ্ক দেখিয়া
 আর কিছুই দেখিতে পাঠিলেন না । ভগবান্ ঈষৎ হাস্য
 করিয়া কহিলেন;—“তাদি শুভাশুভ কল সমুদায় প্রকা-
 শিত হইলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায় । জগতে
 ফলাফল প্রদান করা কৰ্ম্মভৌ । নির্দিষ্ট কার্য্য । ভক্তিমত্ন
 সমেত নোপহার পূজা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করা
 আবশ্যক । কিন্তু যেমা বিপদ তামুরূপ স্বস্ত্যধন বিধির
 বৈলক্ষণ্য ঘটিলে তাঁহার প্রবলতাল ভের সম্ভাবনা নাই ।”

ভগবান বিশ্বয়োনয় এই সকল বাক্য শুনিতে শুনি-
 তেই চিন্তাদেবী আৰ্য্যাপুরে উপনীতা হইয়াছিলেন ।

ভগবান বেদব্যান কহিয়াছেন;—

এপুরাণ-গীত-গাথা করিলে শ্রবণ,

ভবিষ্য-বিষয়ে চয় সূক্ষ্ম-দরশন ;

মাতৃ-হীন করে লাভ জননী ধরায়,

নোদর সহায়-হীন ভাই বন্ধু পায় ।”

এই রূপে সে দিনের কথা শেষ হইলে স্বতরাষ্ট্র সভা-
 ভবের আদেশ প্রদান করিলেন ।

ইতি উনবিংশ-পুরাণে স্বয়ম্বরাভাস পর্ব্বঃ

সমাপ্তঃ ।

